বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

www.nationalsavings.gov.bd

সরকারি কর্মচারিগণ জনগণের সেবক

সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়। তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আমার অনুরোধ রইল, আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে হয় না। একটা গরিব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনও দিন যেন গরিব-দুঃখীর ওপর, কোনও দিন যারা অত্যাচার করেনি, তাদের ওপর অত্যাচার না হয়। যদি হয়, আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাণী

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ঃ উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম	
০২	এক নজরে বিদ্যমান জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ	
০৩	বিদ্যমান জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের পরিচিতি	
০৪	সি,আই,পি (CIP) সুবিধাসমূহ	
০৫	২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন	
০৬	সঞ্চয় স্কিমসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিনিয়োগ পরিস্থিতি	
০৭	প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বিনিয়োগ পরিস্থিতি	
০৮	২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহের তুলনামূলক চিত্র	
০৯	জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহে ২০০৯-২০১৭ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন	
১০	২০০৯ – ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সঞ্চয় স্কিমসমূহের পুঞ্জিভূত দায় (Outstanding Stock)	
১১	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকাশিত ১০০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের ড্র- এর ফলাফল	
১২	জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের মুনাফা হারের ক্রমবিকাশ (২০১০ – ২০১৫ খ্রিঃ)	
১৩	স্বয়ংক্রিয় পুন:বিনিয়োগ সুবিধা	
১৪	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের একটি সফল কাহিনী	
১৫	জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী	

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কাজ জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিক্ষিপ্তভাবে থাকা জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় স্কীমের মাধ্যমে আহরণ করে সরকারের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন করা। দেশের স্বল্প আয়ের জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি,জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের মাধ্যমে দেশের বিশেষ জনগোষ্ঠী যেমন-মহিলা, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রবাসী বাংলাদেশী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আনয়ন, বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করাই জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মূল উদ্দেশ্য।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কার্যাবলী

- জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা;
- সঞ্চয় স্কিমের স্ক্রিপ,রেজিষ্টার,ফরম ইত্যাদি মুদ্রণ,সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- সঞ্চয় স্কিমের হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধন;
- বাংলাদেশ ব্যাংক,তফসিলি ব্যাংক,ডাকঘর ও সঞ্চয় অফিসসহ অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সাধন।
- দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- সঞ্চয় স্কিমের বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

চ্যালেঞ্জসমূহ

± সীমাবদ্ধ সাংগঠনিক কাঠামো;

± চিরাচরিত বিধি-বিধান;

± নিজস্ব অবকাঠামোর অভাব;

± জনবলের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত লজিস্টিক সুবিধা;

± চিরাচরিত পদ্ধতিতে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের লেন-দেন কার্যক্রম সম্পাদন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

± জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;

- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেনসহ সঞ্চয় প্রশাসনের আধুনিকায়ন/ডিজিটালাইজেশন করা;
- সাংগঠনিক কাঠামোর সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলা সঞ্চয় অফিস স্থাপন;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের জন্য একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ‘সঞ্চয় একাডেমী’ স্থাপন করা।
- স্ক্রিপলেস সঞ্চয়পত্র চালু করা এবং
- EFT-এর মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এক নজরে বিদ্যমান জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মুনাফার হার	উৎসে কর	মন্তব্য
০১	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র*	১১.২৮%	৫%	১. বর্তমান মুনাফার হার ২৩ মে ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর। ২. উক্ত তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয় স্কিমসমূহের ক্ষেত্রে ক্রয়কালীন সময়ের বিদ্যমান হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে। ৩. প্রযোজ্য হারে উৎসে আয়কর কর্তন হবে। ৪. কর কমিশন কর্তৃক ভবিষ্য তহবিল ও কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হবে না। ৫. ফান্ডসমূহের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সেভিংস ইন্সট্রুমেন্টসে বিনিয়োগে প্রাপ্ত সুদের উপরও উৎস কর প্রযোজ্য হবে। বিধানটি ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ বা তদপরবর্তী সময়ে সেভিংস ইন্সট্রুমেন্টসের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। * স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা বিদ্যমান।
০২	৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১১.০৪%	৫%	
০৩	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১১.৫২%	৫%	
০৪	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১১.৭৬%	৫%	
০৫	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড*	১২.০০%	করমুক্ত	
০৬	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	৭.৫০%	১০%	
০৭	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব*	১১.২৮%	১০%	
০৮	ডাক জীবন বীমা (আজীবন/মেয়াদী)	৪.২% /৩.৩%	করমুক্ত	
০৯	বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	৬.৫০%	২০%	
১০	ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড*	৭.৫০%	করমুক্ত	
১১	ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড*	৬.৫০%	করমুক্ত	

বিদ্যমান জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের পরিচিতিঃ

(ক) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
প্রবর্তনঃ ১৯৭৭ খ্রিঃ (মেয়াদ ঃ ৫ বছর)

মূল্যমানঃ

১০ টাকা; ৫০ টাকা; ১০০ টাকা; ৫০০ টাকা; ১,০০০ টাকা; ৫,০০০ টাকা; ১০,০০০ টাকা; ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ তফসিলী ব্যাংক এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মুনাফার হারঃ

মেয়াদান্তে মুনাফা ১১.২৮%। তবে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে ১ম বছরান্তে ৯.৩৫%, ২য় বছরান্তে ৯.৮০%, ৩য় বছরান্তে ১০.২৫% এবং ৪র্থ বছরান্তে ১০.৭৫% হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) সকল শ্রেণী-পেশার বাংলাদেশী নাগরিক;

(খ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ (অংশ-২) এর বিধি ৪৯-এর উপ-বিধি(২) এ সংজ্ঞায়িত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫(১৯২৫ এর ১৯নং) অনুযায়ী;

(গ) আয়কর আধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ ৩৪ অনুযায়ী মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেট পোল্ট্রি ফিডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতা পাতার চাষ হতে অর্জিত আয়-যা সংশ্লিষ্ট উপ-কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত।

(ঘ) নাবালকের পক্ষেও ক্রয় করা যায়।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ

(ক) ব্যক্তির ক্ষেত্রেঃ একক নামে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নামে ৬০ লক্ষ।
(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ উর্ধ্বসীমা নেই।

অন্যান্য সুবিধাঃ

- এক মেয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা বিদ্যমান;
- নমিনী নিয়োগ করা যায়; ক্রেতা মৃত্যুবরণ করলে নমিনী যে কোন সময় সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করতে পারেন। নমিনী ইচ্ছা করলে মেয়াদপূর্তি করেও সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করতে পারবে;
- সঞ্চয়পত্র হারিয়ে গেলে, চুরি হলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা যায়;
- সঞ্চয়পত্র এক অফিস হতে অন্য অফিসে স্থানান্তর করা যায় (সঞ্চয়পত্র ব্যুরো হতে সঞ্চয় ব্যুরো, ব্যাংক হতে ব্যাংক এবং ডাকঘর হতে ডাকঘর);
- সঞ্চয়পত্র হারিয়ে গেলে, চুরি হলে, পুড়ে গেলে বা কোন কারণে বিনষ্ট হয়ে গেলে ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা যায়।

(খ) ৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ১৯৯৮খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ

১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ তফসিলী ব্যাংক এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

নিম্নে বর্ণিত যে কেউ এই সার্টিফিকেট ক্রয় করতে পারবেন, যথা-

(১) একজন প্রাপ্তবয়স্ক;
(২) একজন নাবালক;
(৩) দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক তাহাদের যৌথ নামে;
(ক) গ্রাহকদের যৌথভাবে প্রদেয় অথবা যে কোনো একজনের লিখিত সম্মতিতে অন্যজনকে প্রদেয়;
(খ) যে কোনো একজনকে প্রদেয়।

(৪) একজন প্রাপ্তবয়স্ক-
(ক) একজন অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে, অথবা পক্ষে
(খ) যুগ্ম-নামে দুইজন অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে,
(গ) তিনি স্বয়ং একজন অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে যুগ্ম-নামে,
(ঘ) যথাযথ আদালত কর্তৃক কোনো উন্মাদ ব্যক্তির অভিভাবক বা ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে

ক্রয় পদ্ধতিঃ

- নির্ধারিত ফরম (এস.সি-১) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক ক্রেতা ও নমিনী (যদি থাকে) প্রত্যেকের ০২ (দুই) কপি ছবি, ক্রেতার জাতীয় পরিচয় পত্র অথবা পাসপোর্ট অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপিসহ আবেদন করতে হবে।
- চেক অথবা নগদে সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তবে চেকের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে চেক নগদায়নের তারিখে সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হবে;

[টীকাঃ সঞ্চয়পত্র ক্রয় ফরমে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অন্তর্ভূক্তি এবং কর্তৃপক্ষকে উহা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। ক্রেতা জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করিতে অপারগ হইলে সেই ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অথবা জন্মনিবন্ধন সনদের নম্বর অন্তর্ভূক্তি এবং কর্তৃপক্ষকে উহা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হইবে ।]

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ

একক নামে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নামে ৬০ লক্ষ টাকা।

মেয়াদঃ ৩ (তিন) বছর।

মুনাফার হারঃ

মেয়াদান্তে মুনাফা ১১.০৪%। মেয়াদপূর্তির পূর্বেও নগদায়ন করা যায়। তবে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে টেবিল-১ অনুযায়ী মুনাফা পাওয়া যাবে:

টেবিল-১ঃ মুনাফার হার

সময়	মুনাফার হার	প্রতি ১ (এক) লক্ষ টাকায় মূলসহ মুনাফার পরিমাণ
১ম বছরান্তে	১০.০০%	১,১০,০০০.০০
২য় বছরান্তে	১০.৫০%	১,২১,০০০.০০
৩য় বছরান্তে	১১.০৪%	১,৩৩,১২০.০০

টীকাঃ ১ (এক) লক্ষ টাকায় তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের প্রতি তিন মাস অন্তর মুনাফার কিস্তি সর্বোচ্চ ১১.০৪% হারে টাকা ২,৭৬০.০০ (দুই হাজার সাতশত ষাট) টাকা মাত্র প্রদেয় হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লেভি/মুনাফা কর্তন হবে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে বিনিয়োগকৃত টাকা উত্তোলন করা হবে, সে ক্ষেত্রে টেবিল-১ প্রদর্শিত হারে মুনাফা প্রদেয় হবে, এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করতে হবে।

টেবিল-২ঃ অভিহিত মূল্য অনুযায়ী ৩-মাস অন্তর মুনাফার পরিমাণ

বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	প্রতি ১ (এক) লক্ষ টাকায় ৩-মাস অন্তর
মুনাফার পরিমাণ (টাকায়)	
১,০০,০০০/=	২,৭৬০.০০
২,০০,০০০/=	৫,৫২০.০০
৫,০০,০০০/=	১৩,৮০০.০০
১০,০০,০০০/=	২৭,৬০০.০০

অন্যান্য সুবিধাঃ

- এ সঞ্চয়পত্র বাংলাদেশের যে কেউ ক্রয় করতে পারবে;
- নমিনী নিয়োগ করা যায়;
- ক্রেতা মৃত্যুবরণ করলে নমিনী যে কোন সময় সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করতে পারবে। নমিনীর ইচ্ছানুযায়ী মেয়াদপূর্তির পূর্বে বা পরে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করতে পারবে;
- সঞ্চয়পত্র হারিয়ে গেলে, পুড়িয়া গেলে বা নষ্ট হইলে ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা যায়;
- সঞ্চয়পত্র এক অফিস হতে অন্য অফিসে স্থানান্তর করা যায় (সঞ্চয় ব্যুরো হতে সঞ্চয় ব্যুরো, ব্যাংক হতে ব্যাংক এবং ডাকঘর হতে ডাকঘর);
- সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সময় জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি এবং ক্রেতা ও নমিনী (যদি থাকে) প্রত্যেকের ০২ (দুই) কপি করিয়া পাসপোর্ট সাইজের ছবি দাখিল করতে হবে।

(গ) পরিবার সঞ্চয়পত্র পুন:প্রবর্তনঃ ২০০৯ খ্রিঃ (মেয়াদ ঃ ৫ বছর)

মূল্যমানঃ

১০,০০০ টাকা; ২০,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ
জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ তফসিলী ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ ১৮ (আঠার) ও তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী মহিলা, যে কোন বাংলাদেশী শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা) এবং ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ও তদুর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশী (পুরুষ ও মহিলা) নাগরিক।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ একক নামে সর্বোচ্চ ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) লক্ষ টাকা।

মুনাফার হারঃ ১১.৫২% মেয়াদান্তে। পরিবার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার নিম্নোক্ত ছক-১ অনুযায়ী প্রদেয় হবেঃ

ছক-১: পরিবার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার

নগদায়ন কাল	মুনাফার হার	মন্তব্য
১ম বছরান্তে	৯.৫০%	পূর্ণ মেয়াদের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকায় প্রতি মাসে মুনাফার কিস্তি সর্বোচ্চ ১১.৫২% হারে টাকা ৯৬০.০০ (নয়শত ষাট) মাত্র প্রদেয় হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন/লেভী কর্তন হবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে বিনিয়োগকৃত টাকা উত্তোলন করা হবে, সেক্ষেত্রে উপরের ছক-১ (পরিবার সঞ্চয়পত্রে বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার)-এ প্রদর্শিত বছরভিত্তিক হারে মুনাফা প্রদেয় হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে উহা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করতে হবে।
২য় বছরান্তে	১০.০০%	
৩য় বছরান্তে	১০.৫০%	
৪র্থ বছরান্তে	১১.০০%	
৫ম বছরান্তে	১১.৫২%	

(২) বিভিন্ন মূল্যমানের পরিবার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপ হবে-

ছক-১ (ক): বিভিন্ন মূল্যমানের সঞ্চয়পত্রে মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় মুনাফার পরিমাণঃ

বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় মুনাফার পরিমাণ (টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩
(ক) ১০,০০০.০০	৯৬.০০	মাসিক মুনাফা উত্তোলনের পর ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদ শেষে মূল বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে।
(খ) ২০,০০০.০০	১৯২.০০	
(গ) ৫০,০০০.০০	৪৮০.০০	
(ঘ) ১,০০,০০০.০০	৯৬০.০০	
(ঙ) ২,০০,০০০.০০	১,৯২০.০০	
(চ) ৫,০০,০০০.০০	৪,৮০০.০০	
(ছ) ১০,০০,০০০.০০	৯,৬০০.০০	

(৩) মেয়াদপূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করিলে গৃহীত মাসিক মুনাফা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। ১ (এক) লক্ষ টাকার পরিবার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে নিম্নোক্ত ছক-১ (খ) মোতাবেক অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে-

ছক-১ (খ): মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়নের ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকায় ফেরতযোগ্য টাকার পরিমাণঃ

সময়সীমা	মাসিক মুনাফা উঠাইয়া বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত গ্রহণ করিলে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
১	২
১ম বৎসর চলাকালীন	১,০০,০০০ - গৃহীত মুনাফা
২য় বৎসর চলাকালীন	১,০৯,৫০০- গৃহীত মুনাফা
৩য় বৎসর চলাকালীন	১,২০,০০০- গৃহীত মুনাফা
৪র্থ বৎসর চলাকালীন	১,৩১,৫০০ - গৃহীত মুনাফা
৫ম বৎসর চলাকালীন	১, ৪৪,০০০ - গৃহীত মুনাফা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী ঃ

- মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;
- নমিনী নিয়োগ করা যায়;
- হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা যায়;
- সঞ্চয়পত্র এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়;
- ক্রয়ের সময় ক্রেতার ২ (দুই) কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা পাসপোর্টের ফটোকপি, নমিনী থাকলে প্রত্যেকের ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে;
- সঞ্চয়পত্র ব্যাংক ঋণের জন্য জামানত/আমানত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;
- ব্যবসা-বাণিজ্যে সঞ্চয়পত্র জামানত হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না;

(ঘ) পেনশনার সঞ্চয়পত্র প্রবর্তন ঃ ২০০৪ খ্রিঃ (মেয়াদঃ ৫ বছর)

মূল্যমান ঃ

৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ টাকা

কোথায় পাওয়া যায় ঃ

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ তফসিলী ব্যাংক এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

যারা ক্রয় করতে পারবে ঃ

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী, সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতিগণ, সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং মৃত চাকুরীজিবীর পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তান।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা ঃ

প্রাপ্ত আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থ মিলিয়ে একক নামে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা।

মুনাফার হার ঃ

১১.৭৬% (মেয়াদান্তে)। বছরভিত্তিক মুনাফার হার নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক প্রদেয় হইবেঃ

ছক-১: পেনশনার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার

নগদায়নকাল	মুনাফার হার	মন্তব্য
১ম বছরান্তে	৯.৭০%	পূর্ণমেয়াদের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকায় প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর মুনাফার কিস্তি সর্বোচ্চ ১১.৭৬% হারে টাকা ২,৯৪০.০০ (দুই হাজার নয়শত চল্লিশ) মাত্র প্রদেয় হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন/লেভী কর্তন হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বিনিয়োগকৃত টাকা উত্তোলন করা হবে, সে ক্ষেত্রে উপরের ছক-১ (পেনশনার সঞ্চয়পত্রে বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার)-এ প্রদর্শিত বছরভিত্তিক হারে মুনাফা প্রদেয় হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে উহা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করতে হবে।
২য় বছরান্তে	১০.১৫%	
৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%	
৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%	
৫ম বছরান্তে	১১.৭৬%	

(২) বিভিন্ন মূল্যমানের পরিবার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপ হইবে-

ছক-১ (ক): বিভিন্ন মূল্যমানের পেনশনার সঞ্চয়পত্রের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় মুনাফার পরিমাণঃ

বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় মুনাফার পরিমাণ (টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩
(ক) ৫০,০০০.০০	১,৪৭০.০০	ত্রৈমাসিক মুনাফা উত্তোলনের পর ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদ শেষে মূল বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে।
(খ) ১,০০,০০০.০০	২,৯৪০.০০	
(গ) ২,০০,০০০.০০	৫,৮৮০.০০	
(ঘ) ৫,০০,০০০.০০	১৪,৭০০.০০	
(ঙ) ১০,০০,০০০.০০	২৯,৪০০.০০	

(৩) মেয়াদপূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করলে গৃহীত ত্রৈমাসিক মুনাফা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। ১ (এক) লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে নিম্নোক্ত ছক-১ (খ) মোতাবেক অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে-

ছক-১ (খ): মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়নের ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকায় ফেরতযোগ্য টাকার পরিমাণ

সময়সীমা	৩-মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করিয়া বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত গ্রহণ করিলে প্রাপ্য টাকা
১	২
১ম বৎসর চলাকালীন	১,০০,০০০ - গৃহীত মুনাফা
২য় বৎসর চলাকালীন	১,০৯,৭০০- গৃহীত মুনাফা
৩য় বৎসর চলাকালীন	১,২০,৩০০- গৃহীত মুনাফা
৪র্থ বৎসর চলাকালীন	১,৩১,৯৫০ - গৃহীত মুনাফা
৫ম বৎসর চলাকালীন	১, ৪৪,৮০০ - গৃহীত মুনাফা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলীঃ

- মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;
- নমিনী নিয়োগ করা যায়;
- হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা যায়;
- সঞ্চয়পত্র এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়;
- ক্রয়ের সময় ক্রেতার ২ (দুই) কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা পাসপোর্টের ফটোকপি, নমিনী থাকলে প্রত্যেকের ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে;
- সঞ্চয়পত্র ব্যাংক ঋণের জন্য জামানত/আমানত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;
- ব্যবসা-বাণিজ্যে সঞ্চয়পত্র জামানত হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না;

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রিঃ)

ক) সাধারণ হিসাবঃ

১। **মুনাফাঃ** ৭.৫% (সরল হারে)

২। **যারা বিনিয়োগ করতে পারবেনঃ**

(ক) সকল শ্রেণী-পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

(খ) নাবালকের পক্ষেও এ হিসাব খোলা যায়।

৩। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমাঃ একক নামে সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা এবং যুগ্ম-নামে সর্বোচ্চ ৬০ লক্ষ টাকা।

৪। অন্যান্য সুবিধাঃ (ক) নমিনী নিয়োগ করা যায় / পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(খ) এক মাসেরও মুনাফা প্রদেয়।

খ) মেয়াদী হিসাবঃ

১। মুনাফাঃ মেয়াদান্তে (৩ বছর) মুনাফা ১১.২৮%।

তবে ১ (এক) বছর, ২ (দুই) বছর অথবা ৩ (তিন) বছর মেয়াদী হিসাব খোলা যায়। এক্ষেত্রে মুনাফার হার ১ (এক) বছরের জন্য ১০.২০%, ২ (দুই) বছরের জন্য ১০.৭০% এবং ৩ (তিন) বছরের জন্য ১১.২৮%। আমানতকারী ইচ্ছা করলে প্রতি ৬ মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ১ম বছরে ৯.০০%, ২য় বছরে ৯.৫০% এবং ৩য় বছরে ১০.০০% হারে মুনাফা প্রদেয়।

২। যারা বিনিয়োগ করতে পারবেনঃ (ক) সকল শ্রেণী-পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

(খ) নাবালকের পক্ষেও এ হিসাব খোলা যায়।

৩। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমাঃ একক হিসেবে ৩০ লক্ষ টাকা এবং যুগ্ম হিসেবে ৬০ লক্ষ টাকা।

৪। অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) সকল শ্রেণী-পেশার বাংলাদেশী নাগরিক এ স্কিমে হিসাব খুলতে পারেন;

(খ) নমিনী নিয়োগ করা যায় / পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(গ) এক মেয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা পাওয়া যায়।

ডাক জীবন বীমা (প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রিঃ)

ডাক জীবন বীমা সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

(১) যারা এ বীমা করতে পারেনঃ ১৯ থেকে ৫৫ বছর বয়সী সকল শ্রেণী-পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

(২) পলিসির ধরণঃ (ক) জীবন চুক্তি বীমা; (খ) মেয়াদী বীমা; (গ) শিক্ষা মেয়াদী বীমা; (ঙ) বিবাহ বীমা; (ঙ) এন্ডোমেন্ট বীমা।

(৩) অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) আয়কর রিবেট পাওয়া যায় (খ) প্রিমিয়ামের হার কম বোনাসের পরিমাণ বেশী (গ) ১০০% ঝুঁকির নিরাপত্তা (ঘ) আকস্মিক মৃত্যু ও চির-অক্ষমতার মঙ্গল বিধান চুক্তি (ঙ) ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া পলিসি।

(৩) প্রচলিত বোনাসঃ

বীমার শ্রেণী	প্রতি হাজারে প্রতি বছরে বোনাস
(ক) আজীবন বীমা	৪২.০০ টাকা
(খ) মেয়াদী বীমা	৩৩.০০ টাকা

বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

প্রতি ড্র তে প্রতি সিরিজে পুরস্কার

(ক) ৬,০০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার একটি
(খ) ৩,২৫,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার একটি
(গ) ১,০০,০০০ টাকার তৃতীয় পুরস্কার দু'টি
(ঘ) ৫০,০০০ টাকার চতুর্থ পুরস্কার দু'টি
(ঙ) ১০,০০০ টাকার পঞ্চম পুরস্কার চল্লিশটি

অন্যান্য তথ্যাবলীঃ

(ক) প্রতি তিন মাস অন্তর (৩১ জানুয়ারী, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর) 'ড্র' অনুষ্ঠিত হয়।
(খ) বন্ডে নির্দেশিত বিক্রয় তারিখ হতে ন্যূনতম ২ (দুই) মাস অতিক্রমের পর উক্ত বন্ড 'ড্র' এর আওতায় আসবে।
(গ) 'ড্র' অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ হতে দুই বছরের মধ্যে পুরস্কারের টাকা দাবী করতে হয়।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্টবন্ড প্রবর্তন ঃ ১৯৮১ (মেয়াদঃ ৫ বছর)

বন্ডের মূল্যমানঃ

টাকা ২৫,০০০/-; টাকা ৫০,০০০/-; টাকা ১,০০,০০০/-; টাকা ২,০০,০০০/-; টাকা ৫,০০,০০০/-; টাকা ১০,০০,০০০/; এবং ৫০,০০,০০০/-।

মুনাফাঃ

- মেয়াদান্তে মুনাফা ১২%। বন্ড ধারক ১২% হারে প্রত্যেক বছরে ষান্মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা উত্তোলন করতে পারবেন। তবে ষান্মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা উত্তোলিত না হলে, মেয়াদপূর্তিতে মূল অংকের সাথে ষান্মাসিক ভিত্তিতে ১২% চক্রবৃদ্ধি হারে উক্ত মুনাফা প্রদেয় হবে।

মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধাঃ

- একজন ওয়েজ আর্নার প্রাথমিকভাবে নূন্যতম টাকা ২৫,০০০/- বা ততোধিক মূল্যের বন্ড ক্রয় করলে নির্ধারিত হারে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা পাবে। তবে উক্ত ক্রয় সংশ্লিষ্ট ওয়েজ আর্নারের মৃত্যুর পূর্বেই সংঘটিত হতে হবে।
- ওয়েজ আর্নারের মৃত্যুর পূর্বেই যদি বন্ডের মেয়াদপূর্ণ হয়, তা হলে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা প্রাপ্য হবে না;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর ৬-মাসের মধ্যে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা দাবী করতে হবে। এর পর মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধার বিপরীতে কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না;
- মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধার পরিমাণ টাকা ৫,০০,০০০/- এর অধিক হবে না;
- ওয়েজ আর্নারের বয়স ৫৫-বছরের অধিক হলে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

সি.আই.পি সুবিধাঃ

- এ বন্ডে টাকা ৮০ (আশি) মিলিয়ন বা ততোধিক বিনিয়োগকারী সি.আই.পি সুবিধা প্রাপ্য হবেন; তবে নগদায়নের কারণে বিনিয়োগ টাকা ৮০ (আশি) মিলিয়ন-এর নীচে নেমে যায় এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে ৩-মাসের মধ্যে তিনি উক্ত সীমা অর্জন করতে ব্যর্থ হন, তা হলে তিনি সি.আই.পি সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন।

কারা ক্রয় করতে পারেঃ

- বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী 'ওয়েজ আর্নার' নিজ নামে অথবা; আবেদনপত্রে উল্লিখিত তার মনোনীত ব্যক্তির নামে অথবা প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার বেনিফিসিয়ারী -এর নামে এ বন্ড ক্রয় করা যায়;
- বিদেশে লিয়েনে কর্মরত বাংলাদেশী সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ;
- বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যারা বৈদেশিক মুদ্রায় বেতন-ভাতাদি পেয়ে থাকেন, তারা এ বন্ড ক্রয় করতে পারবেন।

---

[১]ওয়েজ আর্নার বলতে একজন বাংলাদেশী নাগরিক, যিনি লাভজনকভাবে বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে নিয়োজিত কিন্তু কোন সরকার বা সরকারী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হতে বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত হয় না। তাছাড়া যিনি আদতে বাংলাদেশী নাগরিক কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।

[২]বেনিফিসিয়ারী বলতে একজন বাংলাদেশীকে বুঝাবে, যিনি বিদেশে কর্মরত ওয়েজ আর্নারের নিকট হতে প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্ত হন এবং যিনি ওয়েজ আর্নার বিনিময় হার প্রাপ্তির অধিকার লাভ করেন।

কোথায় পাওয়া যাবেঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ ঐ সকল শাখা, যারা ওয়েজ আর্নারদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনা করে থাকেন;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকসমূহ;

ক্রয় পদ্ধতিঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (এ.ডি) শাখাসমূহে এবং বাংলাদেশী কোন ব্যাংকের বিদেশস্থ শাখা অথবা তাদের আওতাধীন বিদেশে কার্যরত এক্সচেঞ্জ কোম্পানীসমূহে বন্ড ক্রয়ের আবেদনপত্র ডি.বি-১ ফরম পুরণ ও স্বাক্ষর করে বন্ড ক্রয়ের আবেদন করা যায়।
- ওয়েজ আর্নারের আবেদনের সূত্রে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে, ব্যাংক ওয়েজ আর্নার কর্তৃক পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমাকৃত অর্থ বিকলন করে বন্ড ইস্যু করতে পারে;
- কোন বেনিফিসিয়ারী ওয়েজ আর্নারের নিকট হতে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের বিপরীতে দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে বন্ড ক্রয় করতে পারেন;

মূল্য পরিশোধ পদ্ধতিঃ

- নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা রেমিট্যান্স হিসেবে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা হতে রূপান্তরিত বাংলাদেশী টাকায়;
- ওয়েজ আর্নার কর্তৃক বিদেশ হতে প্রেরিত এবং তাঁর এফ.সি একাউন্টে জমাকৃত অর্থ দ্বারা অথবা;
- বৈদেশিক মুদ্রায় চেক, ড্রাফট বা প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকা ড্রাফট-এর মাধ্যমে;

বন্ড নগদায়ন পদ্ধতিঃ

- এ বন্ডের ইস্যু অফিস[৩]-ই হবে এর প্রদানকারী অফিস।
- বিদেশেস্থ ইস্যু অফিস থেকে বন্ড ক্রয় করা হলে সেখান থেকে নগদায়ন করা যায় না।
- বিদেশ থেকে বন্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে আবেদনপত্রে বাংলাদেশে প্রদানকারী অফিসের নাম উল্লেখ করতে হয়।

নমিনী সংক্রান্তঃ

- বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে নমিনী বন্ডের মূল্য, সুদ এবং মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;
- বেনিফিসিয়ারী কর্তৃক ক্রয়কৃত বন্ডে একই পদ্ধতিতে নমিনী নিয়োগ করা যাবে;
- প্রতি সনদের জন্য একজনের অধিক নমিনী প্রদান করা যাবে না;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পূর্বে নমিনীর মৃত্যু হলে, নমিনীর কার্যকারিতা থাকবে না;
- নমিনী বাতিল বা পরিবর্তন করা যাবে;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পূর্বেই যদি নমিনীর মৃত্যু ঘটে, তবে মৃত বন্ড ধারকের উত্তোরাধিকারীগণ বন্ডের মেয়াদপূর্তিতে মূল ও মুনাফা প্রাপ্য হবেন;
- উত্তোরাধিকারীগণ শুধুমাত্র মেয়াদপূর্তিতে মূল ও মুনাফা গ্রহণ করতে পারবেন;

---

[৩]ইস্যু অফিস বলতে-বাংলাদেশের তফসিলী বাংকের প্রধান কার্যালয়সহ ঐ সকল শাখা, যারা ওয়েজ আর্নারদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনা করে থাকে;বিদেশস্থ বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশী কোন ব্যাংকের আওতাধীন বিদেশে কার্যরত এক্সচেঞ্জ কোম্পানীসমূহ।

অন্যান্য বৈশিষ্টসমূহঃ

- এ বন্ডের মূল অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য;
- ৪০% থেকে ৫০% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে;
- ষান্মাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;
- বন্ডের বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;
- হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে।
- আট কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব বাংলাদেশি মুদ্রা বিনিয়োগকারীর জন্য সি. আই.পি (C.I.P) সুবিধা রয়েছে;
- এফসি একাউন্ট থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।
- এ বন্ডে বিনিয়োগের কোন উধ্বসীমা নেই।
- এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসিত করা যাবে;
- বন্ডের বিপরীতে প্রাপ্য মূল অর্থ, মুনাফা এবং মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা ইত্যাদি বাংলাদেশে এবং কেবলমাত্র বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রদেয়;
- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড-এ বিনিয়োগকৃত এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত;
- বন্ডের একটি এককের ক্ষেত্রে একজনের বেশী ধারক ও নমিনীর মনোনয়ন দেয়া যাবে না;
- অসুস্থতাজনিত কারনে বন্ড ধারক স্বাক্ষর করতে অপারগ হলে এবং একজন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রত্যয়ন করা হলে প্রদানকারী অফিসার কর্তৃক সরেজমিন যাচাইয়ান্তে , বন্ড উপস্থাপনকারীর পরিচয় ও উপস্থাপিত বন্ডের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বন্ড ধারকের হাতে ছাপ গ্রহন করে মেয়াদপূর্তি মূল্য অথবা সুদ পরিশোধ করবে।
- বন্ডের ক্রেতা শারীরিকভাবে পঙ্গু, স্বাক্ষর প্রদানে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে এবং এর পক্ষে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হলে প্রদানকারী অফিসার কর্তৃক যাচাইয়ান্তে, বন্ড উপস্থাপনকারীর পরিচয় ও উপস্থাপিত বন্ডের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উক্ত বন্ডের মেয়াদপূর্তি মূল অথবা সুদ নমিনী অথবা উত্তরাধিকারীকে পরিশোধ করবে।

ইউ.এস ডলার প্রিমিয়ামবন্ড প্রবর্তন ঃ ২০০২ (মেয়াদ ঃ ৩ বছর)

মূল্যমানঃ

ইউ.এস ডলার ৫০০; ইউ.এস ডলার ১,০০০; ইউ.এস ডলার ৫,০০০; ইউ.এস ডলার ১০,০০০ এবং ইউ.এস ডলার ৫০,০০০।

বন্ড ক্রয়ের যোগ্যতাঃ

- অনিবাসী হিসাবধারী (Non-resident account holder) এর নামে বন্ড ইস্যু করা যাবে; যার হিসাবে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স প্রাপ্ত হয়। অথবা
- অনিবাসী হিসাবে জমাকৃত রেমিট্যান্স এর বিপরীতে ফরেন কারেন্সী হিসাবের ধারকের (**অনিবাসী হিসাব ধারক**[৪]) নামে বন্ড ইস্যু করা যাবে।

মুনাফাঃ

মেয়াদান্তে মুনাফা ৭.৫০%। বন্ড ধারকগণ ৭.৫০% হারে প্রত্যেক বছরে ষান্মাসিক ভিত্তিতে সরল সুদে মুনাফা উত্তোলন করতে পারবে। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে বন্ড নগদায়ন করলে নিম্নবর্ণিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে।

নগদায়নের সময়সীমা	প্রদেয় সুদের হার
ইস্যুর তারিখ হতে ১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার আগে	কোন মুনাফা প্রাপ্য হবে না।
১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার পরে কিন্তু ২ (দুই) বছরের আগে	৬.৫০%
২ (দুই) বছর পূর্ণ হওয়ার পরে কিন্তু ৩ (তিন) বছরের আগে	৭.০০%
৩ (তিন) বছর পূর্ণ হওয়ার পর	৭.৫০%

মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধাঃ

- প্রাথমিক নূন্যতম বিনিয়োগ ১০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের বন্ড ক্রয় করলে এবং ধারাবাহিকভাবে মৃত্যু পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেন, তাহলে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা প্রাপ্য হবেন;
- ধারকের মৃত্যুর পূর্বেই যদি বন্ডের মেয়াদপূর্ণ হয়, তাহলে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা প্রাপ্য হবে না;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর ৩-মাসের মধ্যে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা দাবী করতে হবে। ৩-মাস পর মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধার বিপরীতে কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না;
- বন্ডের মেয়াদপুর্তির পূর্বে বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে ক্রয়কৃত বন্ডের ১৫%-২৫% পর্যন্ত মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যাবে। তবে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধার এই অংক ২০,০০,০০০/- টাকার অধিক হবে না এবং ক্রেতার বয়স মৃত্যুকালে ৫৫ বছর অতিক্রম করবে না।
- মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধার দাবী নমিনী বা উত্তরাধীকারীগণ দেশে বাংলাদেশী মুদ্রায় অথবা সমমূল্যে বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রদানযোগ্য।

সি.আই.পি সুবিধাঃ

- এ বন্ডে টাকা ১ (এক) মিলিয়ন বা তদুর্দ্ধ অংকের মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারী সি.আই.পি সুবিধা প্রাপ্য হবেন; তবে নগদায়নের কারণে বিনিয়োগ ১ (এক) মিলিয়ন ডলার-এর নীচে নেমে যায় এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে ৩ মাসের মধ্যে তিনি উক্ত সীমা অর্জন করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি সি,আই,পি সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন।

[৪]‘অনিবাসী হিসাব ধারক (Non-resident account holder)’ বলতে প্রবাসী বাংলাদেশী অথবা বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিক, যার বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যাংক শাখায় ‘অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব’ রয়েছে।

কোথায় পাওয়া যাবেঃ

- বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (এডি) শাখা;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকসমূহ;
- বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর মাধ্যমে এ বন্ড ক্রয় করা যাবে;

ক্রয় পদ্ধতিঃ

- বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (এ.ডি) শাখাসমূহে এবং বাংলাদেশী কোন ব্যাংকের বিদেশস্থ শাখা অথবা তাদের আওতাধীন বিদেশে কার্যরত এক্সচেঞ্জ কোম্পানীসমূহে বন্ড ক্রয়ের আবেদনপত্র ডি.পি.বি-১ ফরম পূরণ ও স্বাক্ষর করে বন্ড ক্রয়ের আবেদন করা যায়; যা ইস্যু অফিস হতে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে;
- ইস্যু অফিস ক্রেতা এবং আবেদনপত্রের সাথে যে বৈদেশিক মুদ্রা দাখিল করবেন, তার যথার্থতা সর্ম্পকে নিশ্চিত হবে;
- ক্রেতা কর্তৃক পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমাকৃত অর্থ বিকলন করে বন্ড ইস্যু করবে;

মূল্য পরিশোধ পদ্ধতিঃ

- বৈদেশিক মুদ্রায় চেক বা ড্রাফট যাহা বৈদেশিক মুদ্রা রেমিট্যান্স এর বিপরীতে ইস্যু হয়েছে;
- অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব-এ আবেদনকারী কর্তৃক জমাকৃত অর্থ দ্বারা;

বন্ড নগদায়ন পদ্ধতিঃ

- এ বন্ডের ইস্যু অফিস[৫]-ই হবে এর প্রদানকারী অফিস।
- বিদেশস্থ ইস্যু অফিস থেকে বন্ড ক্রয় করা হলে সেখান থেকে নগদায়ন করা যায় না।
- বিদেশ থেকে বন্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে আবেদনপত্রে বাংলাদেশে প্রদানকারী অফিসের নাম উল্লেখ করতে হয়।

নমিনী সংক্রান্তঃ

- বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে নমিনী বন্ডের মূল্য, সুদ এবং মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;
- প্রতি সনদের জন্য একজনের অধিক নমিনী প্রদান করা যাবে না;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পূর্বে নমিনীর মৃত্যু হলে, নমিনীর কার্যকারিতা থাকবে না;
- নমিনী বাতিল বা পরিবর্তন করা যাবে;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পূর্বেই যদি নমিনীর মৃত্যু ঘটে, তবে মৃত বন্ড ধারকের উত্তরাধিকারীগণ বন্ডের মেয়াদপূর্তিতে মূল ও মুনাফা প্রাপ্য হবেন;
- উত্তরাধিকারীগণ শুধুমাত্র মেয়াদপূর্তিতে মূল ও মুনাফা গ্রহণ করতে পারবেন;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পর নমিনী অনিবাসী হলে মুনাফা শুধুমাত্র বাংলাদেশী মুদ্রায় এবং আসল বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য হবে, কিন্তু নমিনী নিবাসী হলে আসল ও মুনাফা উভয়ই বাংলাদেশী মুদ্রায় পরিশোধিত হবে।

---

[৩]**ইস্যু অফিস** বলতে-বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী বাংকের ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ ঐসকল শাখা, যারা ওয়েজ আর্নারদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনা করে থাকে; বিদেশস্থ বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশী কোন ব্যাংকের আওতাধীন বিদেশে কার্যরত এক্সচেঞ্জ কোম্পানীসমূহ।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- বন্ডের আসল অংক পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য; অথবা আবেদনের প্রেক্ষিতে বন্ড ধারকের এফসি একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় আকলন করা যাবে;
- বন্ডে বিনিয়োগকৃত মূল অংক বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসিত করা যাবে;
- ষান্মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;
- বন্ডের বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;
- হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে; সেক্ষেত্রে কেবল থানায় জিডি করে ডুপ্লিকেট বন্ডের জন্য আবেদন করা যাবে; আবেদনের তারিখ হতে পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করা যাবে;
- এ বন্ডে বিনিয়োগের কোন উর্ধ্বসীমা নেই।
- বন্ডের বিপরীতে প্রাপ্য আসল অংক ইউ.এস.ডলারে প্রদেয় হবে। তবে বন্ড ধারক বা নমিনীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বন্ডের আসল অর্থ বাংলাদেশী মুদ্রায়ও পরিশোধ করা যাবে। কিন্তু মুনাফা কেবলমাত্র বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রদেয়।
- মুনাফা অথবা মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা বা বন্ডের বিপরীতে প্রাপ্য মূল অর্থ বাংলাদেশে এবং কেবলমাত্র বাংলাদেশী মুদ্রায় আবাসিক প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারীকে প্রদেয় হবে।
- এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত;
- বন্ডের একটি এককের ক্ষেত্রে একজনের বেশী ধারক ও নমিনীর মনোনয়ন দেয়া যাবে না;
- অসুস্থতাজনিত কারনে বন্ড ধারক স্বাক্ষর করতে অপারগ হলে এবং একজন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রত্যয়ন করা হলে প্রদানকারী অফিসার কর্তৃক সরেজমিন যাচাইয়ান্তে , বন্ড উপস্থাপনকারীর পরিচয় ও উপস্থাপিত বন্ডের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বন্ড ধারকের হাতে ছাপ গ্রহণ করে মেয়াদপূর্তি মূল অথবা সুদ পরিশোধ করবে।
- বন্ডের ক্রেতা শরীরিকভাবে পঙ্গু, স্বাক্ষর প্রদানে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে এবং এর পক্ষে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হলে প্রদানকারী অফিসার কর্তৃক যাচাইয়ান্তে, বন্ড উপস্থাপনকারীর পরিচয় ও উপস্থাপিত বন্ডের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উক্ত বন্ডের মেয়াদপূর্তিতে মূল ও মুনাফা নমিনী অথবা উত্তরাধিকারীকে পরিশোধ করবে।
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পর মেয়াদপূর্তি হওয়া পর্যন্ত বন্ডের অর্জিত মুনাফা হিসাবায়ন হবে;
- বর্তমানে বন্ড ক্রয়ের জন্য পাসপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস হতে সত্যায়ন ছাড়াই প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কেবল পাসপোর্টের কপি প্রদান করে এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগকিকগণ “No Visa Required” সীল সম্বলিত পাসপোর্টের কপি প্রদান করে এ বন্ড ক্রয় করতে পারবেন।

ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড প্রবর্তনঃ ২০০২ (মেয়াদঃ ৩ বছর)

মূল্যমানঃ

ইউ.এস ডলার ৫০০; ইউ.এস ডলার ১,০০০; ইউ.এস ডলার ৫,০০০; ইউ.এস ডলার ১০,০০০ এবং ইউ.এস ডলার ৫০,০০০।

বন্ড ক্রয়ের যোগ্যতাঃ

- অনিবাসী হিসাবে জমাকৃত রেমিট্যান্স এর বিপরীতে ফরেন কারেন্সী হিসাবের ধারকের **(অনিবাসী হিসাব ধারক**[৬]**)** নামে বন্ড ইস্যু করা যাবে।

মুনাফাঃ

- মেয়াদান্তে মুনাফা ৬.৫%। বন্ড ধারকগণ ৬.৫০% হারে প্রত্যেক বছরে ষান্মাসিক ভিত্তিতে সরল সুদে মুনাফা উত্তোলন করতে পারবে। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে বন্ড নগদায়ন করলে নিম্নবর্ণিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে।

নগদায়নের সময়সীমা	প্রদেয় সুদের হার
ইস্যুর তারিখ হতে ১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার আগে	কোন মুনাফা প্রাপ্য হবে না।
১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার পরে কিন্তু ২ (দুই) বছরের আগে	৫.৫০%
২ (দুই) বছর পূর্ণ হওয়ার পরে কিন্তু ৩ (তিন) বছরের আগে	৬.০০%
৩ (তিন) বছর পূর্ণ হওয়ার পর	৬.৫০%

মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধাঃ

- প্রাথমিক নূন্যতম বিনিয়োগ মার্কিন ডলার ১০ হাজার ডলার মূল্যের বন্ড ক্রয় করলে এবং ধারাবাহিকভাবে মৃত্যু পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেন, তাহলে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা প্রাপ্য হবেন;
- ধারকের মৃত্যুর পূর্বেই যদি বন্ডের মেয়াদপূর্ণ হয়, তাহলে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা প্রাপ্য হবে না;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর ৩-মাসের মধ্যে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা দাবী করতে হবে। ৩-মাস পর মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধার বিপরীতে কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না;
- বন্ডের মেয়াদপুর্তির পূর্বে বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে ক্রয়কৃত বন্ডের ১৫%-২৫% পর্যন্ত মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যাবে। তবে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধার এই অংক ২০,০০,০০০/- টাকার অধিক হবে না এবং ক্রেতার বয়স মৃত্যুকালে ৫৫ বছর অতিক্রম করবে না।
- মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধার দাবী নমিনী বা উত্তরাধীকারীগণ দেশে বাংলাদেশী মুদ্রায় অথবা সমমূল্যে বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রদানযোগ্য।

সি.আই.পি সুবিধা ঃ

- এ বন্ডে টাকা ১ (এক) মিলিয়ন বা তদুর্ধ্ব অংকের মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারী সি.আই.পি সুবিধা প্রাপ্য হবেন; তবে নগদায়নের কারণে বিনিয়োগ ১ (এক) মিলিয়ন ডলার-এর নীচে নেমে যায় এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে ৩-মাসের মধ্যে তিনি উক্ত সীমা অর্জন করতে ব্যর্থ হন, তা হলে তিনি সি.আই.পি সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন।

---

[৬]**'অনিবাসী হিসাব ধারক'** বলতে প্রবাসী বাংলাদেশী অথবা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক, যার বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যাংক শাখায় 'অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব' রয়েছে।

কোথায় পাওয়া যাবে ঃ

- বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (এডি) শাখা;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকসমূহ;
- বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর মাধ্যমে এ বন্ড ক্রয় করা যাবে;

ক্রয় পদ্ধতিঃ

- বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (এ.ডি) শাখাসমূহে এবং বাংলাদেশী কোন ব্যাংকের বিদেশস্থ শাখা অথবা তাদের আওতাধীন বিদেশে কার্যরত এক্সচেঞ্জ কোম্পানীসমূহে বন্ড ক্রয়ের আবেদনপত্র ডি.আই.বি-১ ফরম পূরণ ও স্বাক্ষর করে বন্ড ক্রয়ের আবেদন করা যায়; যা ইস্যু অফিস হতে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে;
- ইস্যু অফিস ক্রেতা এবং আবেদনপত্রের সাথে যে বৈদেশিক মুদ্রা দাখিল করবেন, তার যথার্থতা সর্ম্পকে নিশ্চিত হবে;
- ক্রেতা কর্তৃক পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমাকৃত অর্থ বিকলন করে বন্ড ইস্যু করবে;

মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

- বৈদেশিক মুদ্রায় চেক বা ড্রাফট যাহা বৈদেশিক মুদ্রা রেমিট্যান্স এর বিপরীতে ইস্যু হইয়াছে;
- অনিবাসী বৈদেশীক মুদ্রা হিসাব-এ আবেদনকারী কর্তৃক জমাকৃত অর্থ দ্বারা;

বন্ড নগদায়ন পদ্ধতি ঃ

- এ বন্ডের ইস্যু অফিস[৭]-ই হবে এর প্রদানকারী অফিস।
- বিদেশস্থ ইস্যু অফিস থেকে বন্ড ক্রয় করা হলে সেখান থেকে নগদায়ন করা যায় না।
- বিদেশ থেকে বন্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে আবেদনপত্রে বাংলাদেশে প্রদানকারী অফিসের নাম উল্লেখ করতে হয়।

নমিনী সংক্রান্ত ঃ

- বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে নমিনী বন্ডের মূল, সুদ এবং মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;
- প্রতি সনদের জন্য একজনের অধিক নমিনী প্রদান করা যাবে না;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পূর্বে নমিনীর মৃত্যু হলে, নমিনীর কার্যকারিতা থাকবে না;
- নমিনী বাতিল বা পরিবর্তন করা যাবে;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পূর্বেই যদি নমিনীর মৃত্যু ঘটে, তবে মৃত বন্ড ধারকের উত্তোরাধিকারী বন্ডের মেয়াদপূর্তিতে মূল ও মুনাফা প্রাপ্য হবেন;
- উত্তোরাধিকারী শুধুমাত্র মেয়াদপূর্তিতে মূল ও মুনাফা গ্রহণ করতে পারবেন;
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পর নমিনী অনিবাসী হলে ইউ.এস.ডলারে এবং নিবাসী হলে বাংলাদেশী টাকায় আসল ও মুনাফা প্রদেয় হবে।

---

[৭]**ইস্যু অফিস** বলতে-বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ ঐ সকল শাখা, যারা ওয়েজ আর্নারদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনা করে থাকে; বিদেশস্থ বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশী কোন ব্যাংকের আওতাধীন বিদেশে কার্যরত এক্সচেঞ্জ কোম্পানীসমূহ।

অন্যান্য বৈশিষ্টসমূহঃ

- এ বন্ডের আসল অংক পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য; অথবা আবেদনের প্রেক্ষিতে বন্ড ধারকের এফসি একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় আকলন করা যাবে;
- ষান্মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;
- বন্ডের বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;
- হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে; সেক্ষেত্রে কেবল থানায় জিডি করে ডুপ্লিকেট বন্ডের জন্য আবেদন করা যাবে; আবেদনের তারিখ হতে পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করা যাবে;
- এ বন্ডে বিনিয়োগের কোন উর্ধ্বসীমা নেই।
- এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত মূল অংক বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসিত করা যাবে;
- বন্ডের বিপরীতে প্রাপ্য আসল ও মুনাফা ইউ. এস. ডলারে পরিশোধ করা হবে। তবে বন্ড ধারক বা নমিনীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আসল ও মুনাফা বাংলাদেশী টাকায়ও পরিশোধ করা যাবে
- এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত;
- বন্ডের একটি এককের ক্ষেত্রে একজনের বেশী ধারক ও নমিনীর মনোনয়ন দেয়া যাবে না;
- অসুস্থতাজনিত কারনে বন্ড ধারক স্বাক্ষর করতে অপারগ হলে এবং একজন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রত্যয়ন করা হলে প্রদানকারী অফিসার কর্তৃক সরেজমিন যাচাইয়ান্তে, বন্ড উপস্থাপনকারীর পরিচয় ও উপস্থাপিত বন্ডের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বন্ড ধারকের হাতে ছাপ গ্রহন করে মেয়াদপূর্তি মূল অথবা মুনাফা পরিশোধ করবে।
- বন্ডের ক্রেতা শারীরিকভাবে পঙ্গু, স্বাক্ষর প্রদানে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে এবং এর পক্ষে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হলে প্রদানকারী অফিসার কর্তৃক যাচাইয়ান্তে, বন্ড উপস্থাপনকারীর পরিচয় ও উপস্থাপিত বন্ডের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উক্ত বন্ডের মেয়াদপূর্তিতে মূল ও মুনাফা নমিনী অথবা উত্তরাধিকারীকে পরিশোধ করবে।
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পর মেয়াদপূর্তি হওয়া পর্যন্ত বন্ডের সুদ অর্জন/হিসাবায়ন হবে;
- বর্তমানে বন্ড ক্রয়ের জন্য পাসপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দুতাবাস হতে সত্যায়ন ছাড়াই প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কেবল পাসপোর্টের কপি প্রদান করে এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিকগণ “No Visa Required” সীল সম্বলিত পাসপোর্টের কপি প্রদান করে এ বন্ড ক্রয় করতে পারবেন।
- বিদেশে বসবাসকারী কোন ব্যাক্তি আবেদনপত্রে উল্লেখিত বাংলাদেশস্থ প্রদানকারী অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করে বন্ড নগদায়ন, মুনাফা উত্তোলন এবং পুনঃবিনিয়োগ করার সুযোগ পাবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অর্থ বন্ড ধারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এফ.সি একাউন্ট অথবা এফটিটি/এফডিডি এর মাধ্যমে বিদেশ ফেরত নেওয়ার সুযোগ আছে।

➢ সি,আই,পি (CIP) সুবিধাসমূহ

- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড - এ ৮ (আট) কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ এবং ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউ. এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এর প্রতিটি স্কিমে ১ (এক) মিলিয়ন বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ ইউ.এস. ডলার বিনিয়োগ করে একজন বিনিয়োগকারী অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি সি,আই,পি (CIP) হিসেবে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ ভোগের সুযোগ পেয়ে থাকেন ঃ

- (১) নির্বাচিত সিআইপি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকার অনুমোদিত পরিচয়পত্র (সিআইপি কার্ড) পেয়ে থাকেন।
- (২) সিআইপি কার্ডের মেয়াদকাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশ পত্র পাবেন।
- (৩) দেশ ও বিদেশে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে সিআইপিগণ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।
- (৪) সিআইপিগণ বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন দিবস উপলক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।
- (৫) সিআইপিগণ তাঁদের ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে বিমান, রেলপথ, সড়কপথ ও নৌপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যানবাহনে আসন সংরক্ষনে অগ্রাধিকার পাবে।
- (৬) বিদেশ ভ্রমণের জন্য সিআইপিগণের অনুকূলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন দূতাবাস/হাইকমিশন এর অনুকূলে Letter of Introduction ইস্যুর সুযোগ পাবেন।
- (৭) সিআইপিগণ তাঁদের স্ত্রী,পুত্র,কন্যা এবং নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারী হাসপাতালে কেবিন সুবিধা নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।
- (৮) বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিআইপিগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরকে ‘‘জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর’’- এ উন্নীতকরণ করা হয়েছে। নতুন জনবলের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং জনগণের দোর গোড়ায় জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ৮৪ (চুরাশি)টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। এতে করে কাজের গতি বেড়েছে।
- ৩ টি বিভাগীয় কার্যালয় যথাক্রমে বরিশাল, সিলেট ও রংপুর চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের জনসাধারণ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা খুব সহজে গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।
- ২২৬ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন শ্রেণির পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ১১৮ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন শ্রেণির পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এতে করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রথম শ্রেণির পদে ৪৩ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
- দ্বিতীয় শ্রেণির পদে ২৩ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
- প্রথম শ্রেণির পদে ১০ জনকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ২৩ জনকে টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.nationalsavings.gov.bd) খোলা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার, সঞ্চয় প্রকল্পের মুনাফা হার, সঞ্চয়স্কিমের ক্রয় ফরম, প্রাইজবন্ডের ফলাফল, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন করা হচেছ।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ৮১ টি “সঞ্চয় অফিসার” এর পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।
- অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৩ টি কম্পিউটার, ০১ টি প্রজেক্টর মেশিন টিওএন্ডই-তে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রয়াস অব্যাহত আছে।

- ‘‘দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড’’, গাজীপুর হতে নিরাপদে মুদ্রিত সঞ্চয়পত্রসমূহ প্রধান কার্যালয়ে আনার জন্য সিকিউর্ড কাভার্ড ভ্যান টিওএন্ডই-তে অর্ন্তভূক্ত করে একটি সিকিউর্ড কাভার্ড ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে। ঝুঁকিমুক্ত এবং নিরাপদ ভাবে সঞ্চয়পত্র আনা-নেয়া করা হচ্ছে।
- মহিলাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য সর্বাধিক মুনাফার হারে পরিবার সঞ্চয়পত্রের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। পরিবার সঞ্চয়পত্র পুনঃপ্রবর্তনে মহিলারা আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের জন্য টিওএন্ডই-তে বিদ্যমান ৪টি সিনেমা ভ্যানের পরিবর্তে ৪টি মাইক্রোবাস প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং ০১ টি জিপ গাড়ী টিওএন্ডই-তে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস/ব্যুরোকে নিরাপত্তাবিধানের লক্ষ্যে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

সঞ্চয় স্কিমের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বিনিয়োগ পরিস্থিতি

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

স্কিমের নাম	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা				২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অর্জন			
	জমা	মূল পরিঃ	মুনাফা পরিঃ	নীট	জমা	মূল পরিঃ	মুনাফা পরিঃ	নীট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	-	২.২২	৩.১১	(২.২২)	-	২.১২	২.৯৫	(২.১২)
২। ৫-বছর মেয়াদী বালাদেশ সঞ্চয়পত্র	৫,২৮৪.৬২	১,৫১২.৫১	৫১০.৫৯	৩,৭৭২.১০	৬,৫৬৪.০৭	১,৫৩৩.০৬	৫৫২.৮৮	৫,০৩১.০১
৩। ৩-বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র	-	৩২.৪৫	১৭.০০	(৩২.৪৫)	-	-	-	-
৪। বোনাস সঞ্চয়পত্র	-	৩৮.১৪	৫৬.০০	(৩৮.১৪)	-	০.০০	০.০০	(০.০০)
৫। ৬-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	-	১৭৭.৬১	২৫.০০	(১৭৭.৬১)	-	-	-	-
৬। পরিবার সঞ্চয়পত্র	২৫,১৯২.৯৯	৬,২০২.৭৬	৭,৭০৫.৫৭	১৮,৯৯০.২২	২৭,৮০৪.৩৯	৬,৮২৭.৯২	৭,৭৮৯.৩৭	২০,৯৭৬.৪৭
৭। ৩-মাস অন্তর মুনাফভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১৮,৩১৭.৯৮	৬,১৪৭.৪৯	৩,৬৮১.৭৫	১২,১৭০.৪৯	২০,৯৯৮.০৪	৬,৫৩৯.৭৩	৩,৯১৮.৯০	১৪,৪৫৮.৩১
৮। জামানত সঞ্চয়পত্র	-	৪৩.৫০	৯.০০	(৪৩.৫০)	-	০.০১	০.০০	(০.০১)
৯। পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৪,৮১৪.৭২	১,৩৪৬.৭৬	১,১৩৭.৭৬	৩,৪৬৭.৯৬	৫,৫২১.২৭	১,৩৭৩.২৮	১,১২২.৮৩	৪,১৪৮.০০
১০। পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক	-	-	-	-	-	-	-	-
(ক) সাধারণ হিসাব	২,১৬১.০৯	১,৮৯০.৫৭	২৬৬.৪৬	২৭০.৫২	২,৩৫৫.৭০	১,৯৩৬.৩১	২৮২.৫৭	৪১৯.৩৯
(খ) মেয়াদী হিসাব	৯,৭৭০.৪১	৪,০৮২.৩৪	১,৫৭৪.০৯	৫,৬৮৮.০৭	১০,৩৫৮.৬৭	৪,০৭৩.৭৫	১,৫৭১.৬২	৬,২৮৪.৯২
(গ) বোনাস হিসাব	-	৩.৩৭	১.০০	(৩.৩৭)	-	-	-	-
১১। ডাক জীবন বীমা	৮১.৭৯	৮৯.৪৬	২৫.৫৩	(৭.৬৭)	৮৭.৪৩	৮৫.৮৮	২৪.২০	১.৫৫
উপ-মোটঃ	৬৫,৬২৩.৬০	২১,৫৬৯.২১	১৫,০৩২.৮৬	৪৪,০৫৪.৩৯	৭৩,৬৮৯.৫৭	২২,৩৭২.০৫	১৫,২৬৫.৩২	৫১,৩১৭.৫২
১২। বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড	৮০.০৩	৩৯.১৬	১৮.৯০	৪০.৮৭	৮১.৯১	৩৯.৮৯	২০.৩০	৪২.০২
১৩। ওয়েজ আর্নার ডেভেলপজুনন্ট বন্ড	১,০৭৭.১৬	১৮৩.৩৬	৪৮৬.৩৯	৮৯৩.৮০	১,১০৪.৭২	১৮৭.৮০	৪৫৯.৯৪	৯১৬.৯২
১৪। ৩-বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	-	৬৩.৯৪	১৮.০০	(৬৩.৯৪)	-	০.৯৩	০.১২	(০.৯৩)
১৫। ইউ.এস.ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১৪.১১	২০.৬০	২০.০২	(৬.৪৯)	১৪.৯৫	২৪.৯০	১৬.০৯	(৯.৯৫)
১৬। ইউ.এস.ডলার ইনভেস্টজুনন্ট বন্ড	২০৫.১০	১২৩.৭৩	৪৮.৮২	৮১.৩৭	২৪৩.৫৮	৯১.৭০	৫৫.০৯	১৫১.৮৮
উপ-মোটঃ	১,৩৭৬.৪০	৪৩০.৭৯	৫৯২.১৪	৯৪৫.৬১	১,৪৪৫.১৬	৩৪৫.২২	৫৫১.৫৪	১,০৯৯.৯৪
সর্বমোটঃ	৬৭,০০০.০০	২২,০০০.০০	১৫,৬২৫.০০	৪৫,০০০.০০	৭৫,১৩৪.৭৩	২২,৭১৭.২৭	১৫,৮১৬.৮৬	৫২,৪১৭.৪৬

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

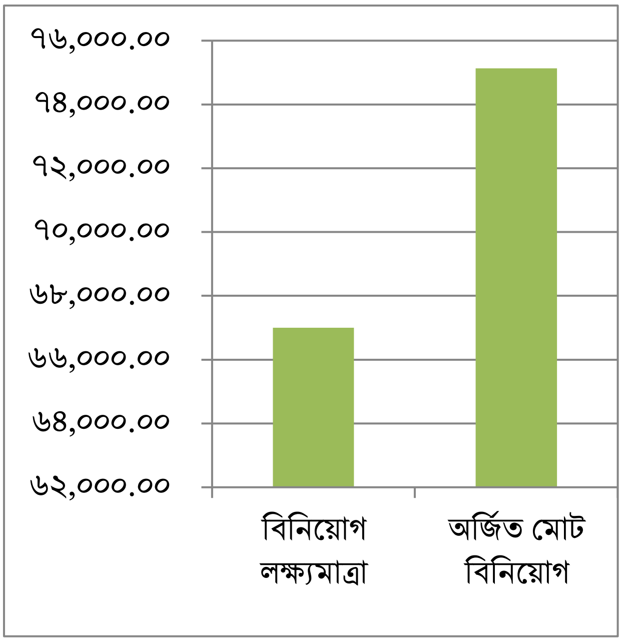

লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত বিনিয়োগ

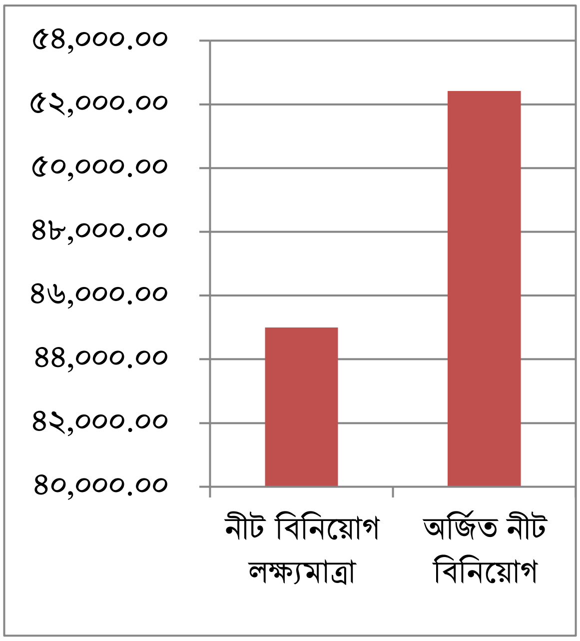

লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত নীটবিনিয়োগ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহে মোট বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬৭,০০০ কোটি টাকা এবং নীট বিনিয়োগ ৪৫,০০০ কোটি টাকা; যার বিপরীতে উক্ত অর্থবছরে মোট অর্জিত হয়েছে ৭৫,১৩৪. কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা এবং নীট অর্জিত হয়েছে ৫২,৪১৭ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠান	জমা	মূল পরিঃ	মুনাফা পরিঃ	নীট	মোট অজনের শতকরা হার	নীট অজনের শতকরা হার
সঞ্চয় ব্যুরো	৯,৩৮৩.৪৯	২,৮৭৫.৪৮	১,৮৯৩.৮৫	৬,৫০৮.০১	১২%	১২%
ব্যাংক	২৪,৫২২.৮৪	৬,৭৮৮.৮৮	৫,১৪৩.৩০	১৭,৭৩৩.৯৬	৩৩%	৩৪%
ডাকঘর	৪১,২২৮.৪০	১৩,০৫২.৯১	৮,৭৭৯.৭১	২৮,১৭৫.৪৯	৫৫%	৫৪%
মোটঃ	৭৫,১৩৪.৭৩	২২,৭১৭.২৭	১৫,৮১৬.৮৬	৫২,৪১৭.৪৬	১০০%	১০০%

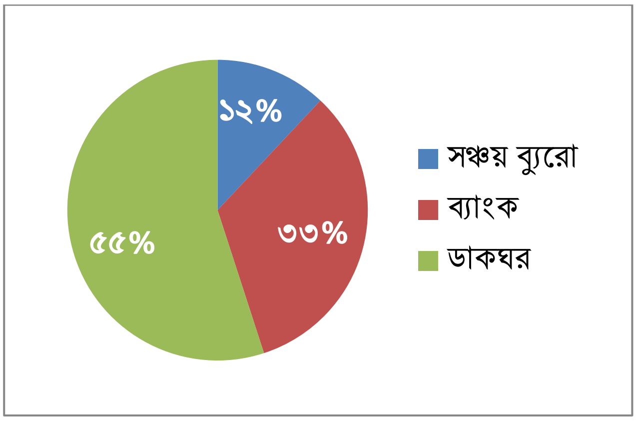

মোট অর্জিত বিনিয়োগের শতকরা হার

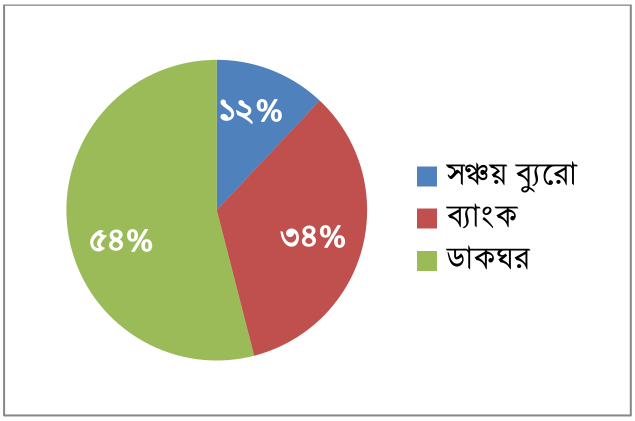

নীট অর্জিত বিনিয়োগের শতকরা হার

বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাকঘর এবং ৭ টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরোসহ মোট ৭১ টি ব্যুরোর মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অর্জিত বিনিয়োগের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে ২৪ হাজার ৫২২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা এবং নীট অর্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৭ হাজার ৭৩৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। সঞ্চয় ব্যুরোর

মাধ্যমে মোট অর্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৯ হাজার ৩৮৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা এবং নীট অর্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৬ হাজার ৫০৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা। ডাকঘরের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট অর্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪১ হাজার ২২৮কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং নীট অর্জিত ২৮ হাজার ১৭৫ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ডাক ঘরের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ, ব্যাংকের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ এবং সঞ্চয় অফিস/ব্যুরোর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে প্রায় শতকরা ১২ ভাগ। নীট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ডাকঘরের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ, ব্যাংকের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগ এবং সঞ্চয় অফিস/ব্যুরোর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে প্রায় শতকরা ১২ ভাগ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তুলনামূলক চিত্র

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

২০১৫-১৬

	জমা	মুল পরিঃ	মুনাফা পরিঃ	নীট
লক্ষ্যমাত্রা	৪৯,০১০.০০	২১,০১০.০০	১২,০৮৬.৪৩	২৮,০০০.০০
অর্জন	৫৩,৭১২.৪৫	২০,০২৩.৮৫	১১,১৫০.৫০	৩৩,৬৮৮.৬০

২০১৬-১৭

	জমা	মুল পরিঃ	মুনাফা পরিঃ	নীট
লক্ষ্যমাত্রা	৬৭,০০০.০০	২২,০০০.০০	১৫,৬২৫.০০	৪৫,০০০.০০
অর্জন	৭৫,১৩৪.৭৩	২২,৭১৭.২৭	১৫,৮১৬.৮৬	৫২,৪১৭.৪৬

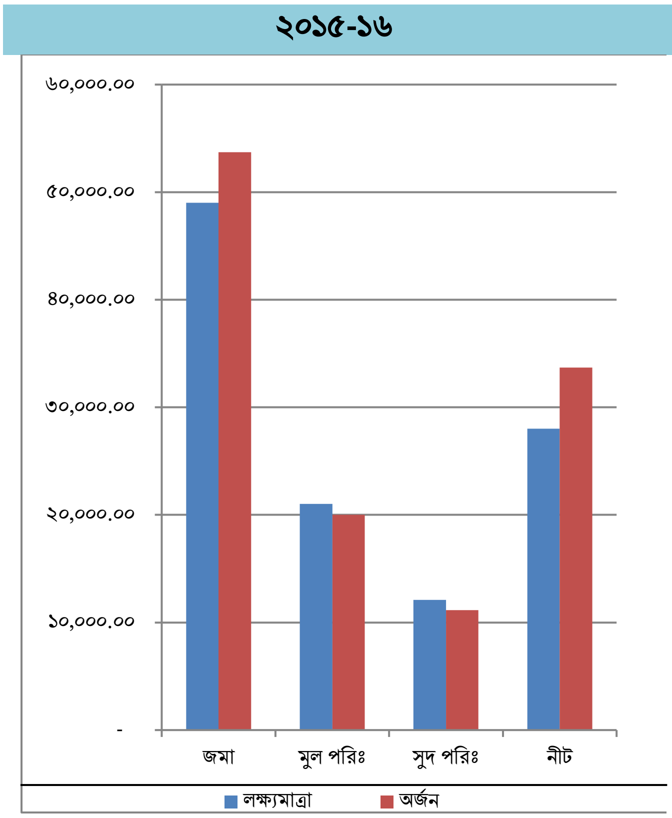

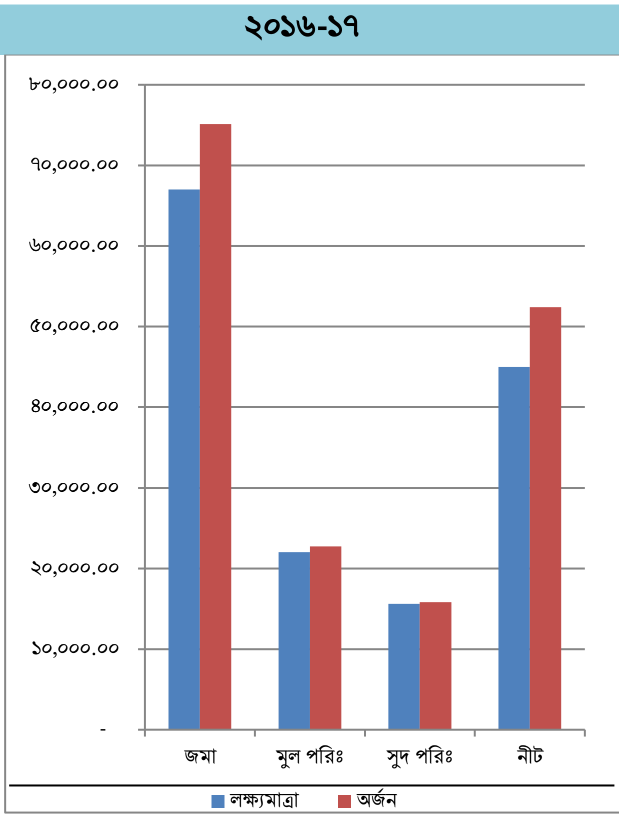

২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের

বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

সন	লক্ষ্য (কোটি টাকায়)				অর্জন (কোটি টাকায়)				অর্জন (%)			
	জমা	মূল পরিশোধ	সুদ পরিশোধ	নীট	জমা	মূল পরিশোধ	সুদ পরিশোধ	নীট	জমা	মূল পরিশোধ	সুদ পরিশোধ	নীট
২০০৯	১৫,০৫৫.৯৪	১২,২৬৯.৯০	৬,০৮৩.১১	২,৭৮৬.০৪	১৬,০৩৫.২৮	১২,৩৫২.২৯	৭,১২৬.৪৭	৩,৬৮২.৭৯	১০৭%	১০১%	১১৭%	১৩২%
২০১০	২২,৬৩৮.০০	১৪,২৩১.৪৯	৭,৯৫৩.০৬	৮,৪০৬.৫১	২৫,৫৫৩.৬৯	১৩,৯৬৩.০৫	৬,৮২৫.০০	১১,৫৯০.৬৪	১১৩%	৯৮%	৮৬%	১৩৮%
২০১১	২০,২৭৫.০০	১৪,৩৫৬.১৪	৭,০৫১.০০	৫,৯১৮.৮৬	১৭,২৩২.০৩	১৫,১৭৫.০৯	৬,৩০৭.৫৩	২,০৫৬.৯৪	৮৫%	১০৬%	৮৯%	৩৫%
২০১২	১৮,৩৭৯.৫০	১৪,৮৭৯.৫০	৭,২৭৯.৫৬	৩,৫০০.০০	১৮,৯৫৫.৩৫	১৮,৪৭৬.৩৩	৭,০১৯.৮৭	৪৭৯.০২	১০৩%	১২৪%	৯৬%	১৪%
২০১৩	২৪,৩২৮.৬৪	২২,৩৫৫.৬২	৭,৫৯৬.৪৮	১,৯৭৩.০২	২৩,৩২৬.৭৭	২২,৫৫৩.৯৩	৭,৯৮০.৬৪	৭৭২.৮৪	৯৬%	১০১%	১০৫%	৩৯%
২০১৪	২১,৪২৫.০০	১৩,৪২৫.০০	৭,৯৬৪.০০	৮,০০০.০০	২৪,৩০৯.৬০	১২,৬০২.২৮	৭,৭৯৩.৬১	১১,৭০৭.৩১	১১৩%	৯৪%	৯৮%	১৪৬%
২০১৫	৩৪,৭৮০.০০	১৩,৭৮০.০০	৯,৭৮৭.০০	২১,০০০.০০	৪২,৬৫৯.৭৮	১৩,৯২৭.১৪	৯,৮১৯.৮৫	২৮,৭৩২.৬৪	১২৩%	১০১%	১০০%	১৩৭%
২০১৬	৪৯,০১০.০০	২১,০১০.০০	১২,০৮৬.৪৩	২৮,০০০.০০	৫৩,৭১২.৪৫	২০,০২৩.৮৫	১১,১৫০.৫০	৩৩,৬৮৮.৬০	১১০%	৯৫%	৯২%	১২০%
২০১৭	৬৭,০০০.০০	২২,০০০.০০	১৫,৬২৫.০০	৪৫,০০০.০০	৭৫,১৩৪.৭৩	২২,৭১৭.২৭	১৫,৮১৬.৮৬	৫২,৪১৭.৪৬	১১২%	১০৩%	১০১%	১১৬%

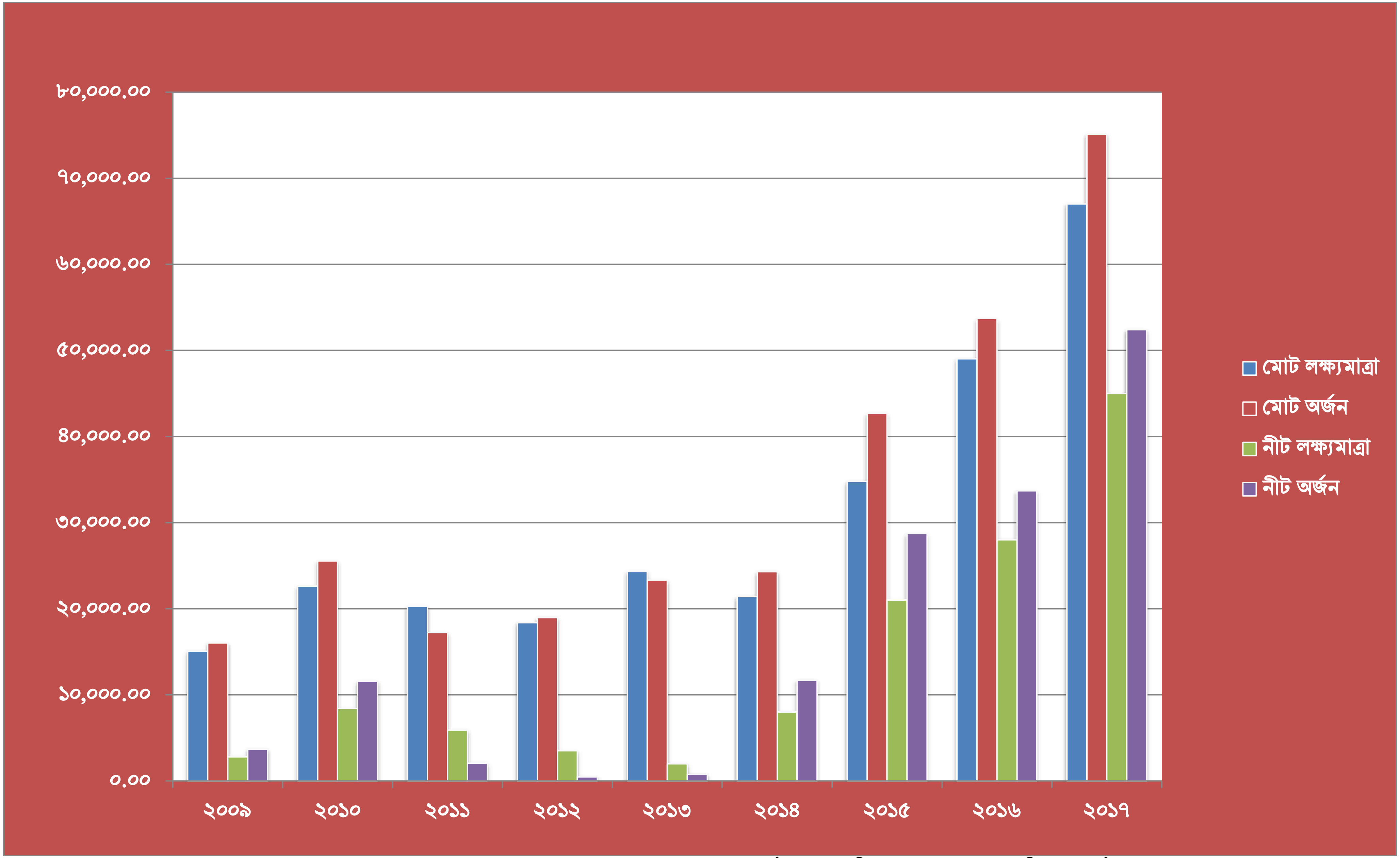

বিনিয়োগের ৯ বছরের মোট লক্ষ্যমাত্রা ও মোট অর্জন এবং নীট লক্ষ্যমাত্রা ও নীট অর্জন

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সঞ্চয় স্কিমসমূহের পুঞ্জিভূত দায় (Outstanding Stock)

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

	স্কিমসমূহের নাম (কোটি টাকায়)	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	২,০৪৫.৩৯	৪০০.২০	১৪৬.৪৮	৯৭.৬৮	৭৫.১৬	৫৪.৯১	৪৯.৫১	৪৪.৫৪	৪২.৪৩
২	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৮,৪১২.৮৩	১১,৪৩৮.৭৭	১১,৪৪৯.২৯	১০,৫৩৪.৮৩	১০,৫৬০.১৬	১১,৭৮৭.৫৯	১৪,৮৩৬.১১	১৮,৬২৪.২৯	২৩,৬৫৫.৩০
৩	৩- বৎসর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র	৪৩.৫২	৪৩.৫১	৪৩.৫১	৪৩.৫১	৪৩.৫১	৪৩.৫১	৪৩.৫১	৩২.১৪	৩২.১৪
৪	বোনাস সঞ্চয়পত্র	৩৩.১৫	৩৩.১৩	৩৩.১২	২৫.৮৮	২৫.৭৪	২৫.৭৪	২৫.৩৭	২৫.৩৬	২৫.৩৬
৫	৬-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়তপত্র	২০২.০৯	২০০.৪০	১৯৭.২২	১৮৬.১৪	১৮৬.০৮	১৮৬.০১	১৮০.৬৫	১৭৯.৩১	১৭৯.৩১
৬	পরিবার সঞ্চয়পত্র	৮৫.৫২	৮৪.৫৩	৫,০৮২.০৮	১১,১৪৭.৯৬	১৭,৭৪০.৫৩	২৫,১০৩.৬২	৩৯,১৫৬.৮৬	৫৩,৮৬৯.৫০	৭৪,৮৪৫.৯৭
৭	৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১৮,০৯৭.৪০	২৩,৫৯৫.০৪	১৯,৯৮৯.৯৪	১৬,৩৯৫.৫৮	১২,১৪৮.৬৮	১৪,৮০৭.১৫	২৩,২০৪.১৪	৩১,৬৩৪.৯২	৪৬,০৯৩.২৩
৮	জামানত সঞ্চয়পত্র	৩২.৭৩	৩২.৬৭	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৪৮	৩২.৩৩	৩২.২২	২৬.৯৭	২৬.৯৬
৯	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৫,৩০৫.৩৮	৬,৬৬৩.৮৩	৭,৭৬৩.৩৯	৭,৯৯০.৮০	৭,৫৮৩.৪৪	৭,৩৩৮.৫৬	৭,৬৪৫.৮৯	৯,৪১১.৮২	১৩,৫৫৯.৮১
১০	১০ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র	৯.৯৯	৯.৯৯	৯.৯৯	৯.৯৯	৯.৯৯	৯.৯৯	৯.৯৯	৯.৯৯	৯.৯৯
	উপ-মোট =	৩৪,২৬৮.০০	৪২,৫০২.০৭	৪৪,৭৪৭.৫২	৪৬,৪৬৪.৮৮	৪৮,৪০৫.৭৬	৫৯,৩৮৯.৪০	৮৫,১৮৪.২৫	১১৩,৮৫৮.৮৫	১৫৮,৪৭০.৫১
১১	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (ক) সাধারণ হিসাব	৬০৩.৪০	৬৮০.৯০	৮১৩.৩৯	৮০৮.৫৮	৮২৯.৬৪	৮৫৮.০৩	৯৭১.৩৬	১,২৭৩.০৯	১,৬৯২.৪৯
১১.ন	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (খ) মেয়াদী হিসাব	৯,৯৪২.৭৯	১১,৬৬৬.২১	১১,১৯৪.০১	৯,৯০২.২৭	৯,১৮৭.৩৭	৯,৬৭৩.৭৯	১১,৯২১.১৪	১৫,৪২১.৪২	২১,৭০৬.৩৫
১১.প	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (গ) বোনাস হিসাব	২৩.২৩	২৩.২২	২৩.২২	২৩.২০	২৩.২০	২৩.২০	২৩.২০	২৩.২০	২৩.২০
১২	ডাক জীবন বীমা	৪১৪.১৩	৪৭২.৫২	৫১৬.৩৭	৫৪৫.১৮	৫৫৯.২৯	৫৬৮.৫৩	৫৬২.৬৮	৫৩৭.৩৩	৫৩৮.৮৮
	উপ-মোট =	১০,৯৮৩.৫৫	১২,৮৪২.৮৫	১২,৫৪৬.৯৯	১১,২৭৯.২৪	১০,৫৯৯.৫০	১১,১২৩.৫৬	১৩,৪৭৮.৩৮	১৭,২৫৫.০৫	২৩,৯৬০.৯২
১৩	**বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড**	৩০৬.৯৯	৩২৩.৬০	৩৪১.৯২	৩৬০.১৬	৩৮০.১২	৩৯৬.৩৯	৪১৮.০৮	৪৩৮.৭৬	৪৮০.৭৮
১৪	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৪,৩৭৬.৩৬	৫,২৬৭.৬১	৫,৪১৩.৩০	৫,২৬৭.৭৭	৫,১৯১.৫৩	৫,৩২১.৩৪	৫,৭৪৯.৫৯	৬,৭৭৫.৫৫	৭,৬৯২.৪৭
১৫	৩-বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	৭০৯.০৯	১,২১৫.৫৮	১,০২৩.৩২	৮১০.২০	৮২.০২	৬৩.৯৫	৬২.৭৬	৬১.৭২	৬০.৭৯
১৬	ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১১২.১৬	১২০.৫০	১৩৭.৬০	২০৯.২৭	২৪১.১২	২৬৮.০৫	২৭৬.৪৬	২৮১.৪০	২৭১.৪৫
১৭	ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	৫৯৬.৫৩	৬৭১.১১	৭৮৯.৫৭	১,০৮৭.৭২	১,৩৫২.০২	১,৩৯৬.৭০	১,৫২২.৫১	১,৭০৯.৩০	১,৮৬১.১৮
	উপ-মোট =	৬,১০১.১৩	৭,৫৯৮.৪০	৭,৭০৫.৭১	৭,৭৩৫.১২	৭,২৪৬.৮১	৭,৪৪৬.৪৩	৮,০২৯.৪০	৯,২৬৬.৭৩	১০,৩৬৬.৬৭
	সর্বমোট	৫১,৩৫২.৬৮	৬২,৯৪৩.৩২	৬৫,০০০.২২	৬৫,৪৭৯.২৪	৬৬,২৫২.০৮	৭৭,৯৫৯.৩৯	১০৬,৬৯২.০৩	১৪০,৩৮০.৬৩	১৯২,৭৯৮.০৯

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকাশিত ১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের ‘ড্র’-এর ফলাফল

৮৭ তম “ড্র”-এর ফলাফল

নিম্নলিখিত ১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের “কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন,খপ, খফ, খব এবং খম”সিরিজের বন্ডগুলো ৩০এপ্রিল, ২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ড্রতে পুরস্কার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এখানে উল্লেখ্য বন্ড-এ নির্দেশিত বিক্রয় তারিখ হতে ন্যূনতম ২ (দুই) মাস অতিক্রমের পর উক্ত বন্ড ‘ড্র’ এর আওতায় আসবে।

১০০/- টাকা মূল্যমান বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডসমূহের বিভিন্ন পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ-

৪৭ টি	৬,০০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	১টি।
৪৭ টি	৩,২৫,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	১টি।
৯৪ টি	১,০০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	২টি।
৯৪ টি	৫০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	২টি।
১৮৮০ টি	১০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	৪০ টি।

সর্বমোট ২১৬২ (দুই হাজার একশত বাষট্টি)টি পুরস্কার প্রতি সিরিজের জন্য = ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি।

উক্ত “ড্র”-তে ০০০০০০১ হইতে ১০০০০০০ ক্রম সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বন্ডসমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৪৬টি সাধারণ সংখ্যা পুরস্কারের জন্য ঘোষিত হইয়াছে ঃ—

প্রথম পুরস্কার	টাঃ ৬,০০,০০০	০৩৪৬৫৮৮
দ্বিতীয় পুরস্কার	টাঃ ৩,২৫,০০০	০৪৬১৮৬২

তৃতীয় পুরস্কার প্রতিটি ১,০০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার

০১৩৭৫৭২ ০৬৮৪৯৩২

চতুর্থ পুরস্কার প্রতিটি ৫০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার

০৪৪১৭৪৬ ০৬৮৬১১২

পঞ্চম পুরস্কার প্রতিটি ১০,০০০ টাকার মোট ৪০টি পুরস্কার

০০১৭৬৯৮	০২৩২৩২৭	০৪৮০৯৩৫	০৭৩৬৯৮৯	০৯১১০৭২
০০৩২২৪৪	০২৩৭০৭৫	০৪৮৬৬২৫	০৭৬৫৫৯৪	০৯১৮৯৯১
০০৫৯৮৭৯	০৩০৩৬৫২	০৪৯৮৭৭৩	০৮০৭৮২৭	০৯৪৩২৫৩
০০৯২৪৩২	০৩০৯৭৫৮	০৫১৮৪৩২	০৮১৯৭৪৭	০৯৬০০০৮
০১০৭১৫১	০৩৫৩২১৮	০৫২৫৫৩৪	০৮৬২৩৩৬	০৯৬১৬৯৫
০১১১৯৭৪	০৪৩৩১৪২	০৫৬০৮৩০	০৮৮০০৪৯	০৯৬২০১১
০১৮০১৪৭	০৪৪৫৬২২	০৫৭৪৩৫০	০৮৮১১৫২	০৯৮৪৭৬৮
০২১৩০৯৪	০৪৬৭৬৬৩	০৫৯৭৮৭৯	০৯০০৯৪৩	০৯৯৯৩৪৪

ড্র'তে সর্বমোট ৪৭ (সাতচল্লিশ)টি সিরিজ অর্থাৎ “কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন,খপ, খফ, খব এবং খম”সিরিজের ৪৬(ছেচল্লিশ)টি নম্বর ড্র করা হয়। এই নম্বরগুলি সিরিজের প্রাইজবন্ডের জন্য “কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন,খপ, খফ, খব এবং খম” সিরিজের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

৮৬ তম “ড্র”-এর ফলাফল

নিম্নলিখিত ১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের “কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন,খপ এবংখফ”সিরিজের বন্ডগুলো ৩১জানুয়ারী, ২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ড্রতে পুরস্কার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এখানে উল্লেখ্য বন্ড-এ নির্দেশিত বিক্রয় তারিখ হতে ন্যূনতম ২ (দুই) মাস অতিক্রমের পর উক্ত বন্ড ‘ড্র’ এর আওতায় আসবে।

১০০/- টাকা মূল্যমান বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডসমূহের বিভিন্ন পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ-

৪৫ টি	৬,০০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	১টি।
৪৫ টি	৩,২৫,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	১টি।
৯০ টি	১,০০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	২টি।
৯০ টি	৫০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	২টি।
১৮০০ টি	১০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	৪০ টি।

সর্বমোট ২০৭০ (দুই হাজার সত্তর)টি পুরস্কার প্রতি সিরিজের জন্য= ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি।

উক্ত “ড্র”-তে ০০০০০০১ হইতে ১০০০০০০ ক্রম সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বন্ডসমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৪৬টি সাধারণ সংখ্যা পুরস্কারের জন্য ঘোষিত হইয়াছে ঃ—

প্রথম পুরস্কার	টাঃ ৬,০০,০০০	০৬১৭৩৯৪
দ্বিতীয় পুরস্কার	টাঃ ৩,২৫,০০০	০১২৬৭৩৬

তৃতীয় পুরস্কার প্রতিটি ১,০০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার

০০৬০৮৬১ ০৪৪৪৫৬২

চতুর্থ পুরস্কার প্রতিটি ৫০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার

০০১৯৪৫৬ ০০৫৭৬৪৮

পঞ্চম পুরস্কার প্রতিটি ১০,০০০ টাকার মোট ৪০টি পুরস্কার

০০০০৩১৭	০১০৯১৪৪	০২৫৯৫২৭	০৪৭১০৫৫	০৬৫৯২৯১
০০৪০২১০	০১১০৯৮৩	০২৭৭৮৩২	০৪৮৬৩৩৬	০৭০২২০৪
০০৪৫৮৫৮	০১১৮৪১৩	০২৯৩৯৮৯	০৫২০৪২৬	০৭২৬৫৩৭
০০৪৬৩৯২	০১২২৬৪৭	০৩৩৩০৮৮	০৫৪০২১২	০৭৬৩৩৩৯
০০৭৫৬১০	০১৪৯১২৮	০৩৩৭৪২২	০৫৬৩২৭৮	০৭৭৩৯৭৯
০০৮৬১১৭	০১৫৯২৩৫	০৩৪২০৮০	০৫৮৮১১২	০৭৮৬০৩২
০০৯০৪৫০	০১৮৭০৮১	০৩৬৪৩৪২	০৬৩৬৫২৫	০৮৮০০৩০
০০৯৫৩৪২	০২০১৫২৩	০৪০৪০৩২	০৬৫৪০৬৮	০৯৬৪৮৫৫

ড্র’তে সর্বমোট ৪৫ (পয়তাল্লিশ)টি সিরিজ অর্থাৎ “কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন,খপ এবংখফ”সিরিজের ৪৬(ছেচল্লিশ)টি নম্বর ড্র করা হয়। এই নম্বরগুলি সিরিজের প্রাইজবন্ডের জন্য “কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন, খপ এবংখফ” সিরিজের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

৮৫ তম “ড্র”-এর ফলাফল

নিম্নলিখিত ১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের “কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন এবংখপ”সিরিজের বন্ডগুলো ৩১অক্টোবর, ২০১৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ড্রতে পুরস্কার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এখানে উল্লেখ্য বন্ড-এ নির্দেশিত বিক্রয় তারিখ হতে ন্যূনতম ২ (দুই) মাস অতিক্রমের পর উক্ত বন্ড ‘ড্র’ এর আওতায় আসবে।

১০০/- টাকা মূল্যমান বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডসমূহের বিভিন্ন পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ-

৪৪ টি	৬,০০,০০০/-	**মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য**	১টি।
৪৪ টি	৩,২৫,০০০/-	**মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য**	১টি।
৮৮ টি	১,০০,০০০/-	**মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য**	২টি।
৮৮ টি	৫০,০০০/-	**মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য**	২টি।

১৭৬০ টি	১০,০০০/-	**মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য**	৪০ টি।
সর্বমোট ২০২৪ (দুই হাজার চব্বিশ)টি পুরস্কার প্রতি সিরিজের জন্য=			৪৬ (ছেচল্লিশ) টি।

উক্ত "ড্র"-তে ০০০০০০১ হইতে ১০০০০০০ ক্রম সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বন্ডসমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৪৬টি সাধারণ সংখ্যা পুরস্কারের জন্য ঘোষিত হইয়াছে ঃ—

প্রথম পুরস্কার	টাঃ ৬,০০,০০০	০৯৯৩৬৩০
দ্বিতীয় পুরস্কার	টাঃ ৩,২৫,০০০	০৪৭৯২১২

তৃতীয় পুরস্কার প্রতিটি ১,০০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার

০৩৮১২৭৮ ০৫৯৯৭৯০

চতুর্থ পুরস্কার প্রতিটি ৫০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার

০১৩৬৯৮০ ০৮৯০৭৩৮

পঞ্চম পুরস্কার প্রতিটি ১০,০০০ টাকার মোট ৪০টি পুরস্কার

০০১২৩৮৯	০১৯৮৯৩৫	০৪২৩৯৩৭	০৬৯৮৭৮৯	০৯০৩৫৫৫
০০১৫১৯২	০২১৩২১০	০৪৫৭৩১৪	০৭০০১৯৫	০৯১০৭০০
০০৪৬৮২১	০২১৯৪১৪	০৪৭৮৫৮৭	০৭৫২৫২৩	০৯১৮৯৮৯
০০৫৪৭৭৩	০২৪৭৯৬৪	০৫৩১০৭৪	০৭৮৪০৮২	০৯৩৪৫২১
০০৬২১৬৯	০২৫১১৩৬	০৫৩৭১২৫	০৮০৪১৬১	০৯৩৫১৪৬
০১৩৪৯৪৬	০২৯৯৫৬৭	০৫৪৭৮৩৮	০৮১৮৭৬৬	০৯৪০৪৬৫
০১৫৩২৫২	০৩০৯৫০৩	০৬৬৮৫৮১	০৮২১৩০৯	০৯৫১৭৮৫
০১৭১৬০৬	০৩৯১৯২৩	০৬৮০৭০১	০৮৩৫৫১৭	০৯৯১৯৭২

ড্র'তে সর্বমোট ৪৪ (চুয়াল্লিশ)টি সিরিজ অর্থাৎ "কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন এবংখপ"সিরিজের ৪৬(ছেচল্লিশ)টি নম্বর ড্র করা হয়। এই নম্বরগুলি সিরিজের প্রাইজবন্ডের জন্য "কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন এবংখপ" সিরিজের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

৮৪ তম "ড্র"-এর ফলাফল

নিম্নলিখিত ১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের "কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন এবংখপ"সিরিজের বন্ডগুলো ৩১জুলাই, ২০১৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ড্রতে পুরস্কার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এখানে উল্লেখ্য বন্ড-এ নির্দেশিত বিক্রয় তারিখ হতে ন্যূনতম ২ (দুই) মাস অতিক্রমের পর উক্ত বন্ড 'ড্র' এর আওতায় আসবে।

১০০/- টাকা মূল্যমান বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডসমূহের বিভিন্ন পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ-

৪৪ টি	৬,০০,০০০/-	**মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য**	১টি।
৪৪ টি	৩,২৫,০০০/-	**মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য**	১টি।

৮৮ টি	১,০০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	২টি।
৮৮ টি	৫০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	২টি।
১৭৬০ টি	১০,০০০/-	মানের পুরস্কার, প্রতি সিরিজের জন্য	৪০ টি।

সর্বমোট ২০২৪ (দুই হাজার চব্বিশ)টি পুরস্কার প্রতি সিরিজের জন্য= ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি।

উক্ত "ড্র"-তে ০০০০০০১ হইতে ১০০০০০০ ক্রম সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বন্ডসমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৪৬টি সাধারণ সংখ্যা পুরস্কারের জন্য ঘোষিত হইয়াছে ঃ—

প্রথম পুরস্কার	টাঃ ৬,০০,০০০	০২৭০৫১২
দ্বিতীয় পুরস্কার	টাঃ ৩,২৫,০০০	০৫৫৩৩৪৮

<u>তৃতীয় পুরস্কার প্রতিটি ১,০০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার</u>

০২০৯৫৬৪ ০৪১৩৬৯৭

<u>চতুর্থ পুরস্কার প্রতিটি ৫০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার</u>

০১৩২০৭৩ ০৫৪৫৫৪২

<u>পঞ্চম পুরস্কার প্রতিটি ১০,০০০ টাকার মোট ৪০টি পুরস্কার</u>

০০০৪৯৫৪	০২১৮৭১৭	০৩৯৯২৯৯	০৬৫৭০৯২	০৮২১৪১০
০০৪১৩৫১	০২২৭২৪০	০৪০৩৬৮৫	০৬৭৩০৪৭	০৮২২২৭১
০০৭৪১৪০	০২৬৭৩২৮	০৪১২১৫৯	০৭০৯৫৩৩	০৮৩৪৬৯৫
০১৪৪৪৪৭	০২৬৮৬৪০	০৫৪৬৩৯৮	০৭১৮৮৬৭	০৮৮৭৪০৫
০১৭১০৩৯	০২৯২১৮৬	০৫৬৪৮২৭	০৭২৭৫৯৯	০৯১১৯৪৬
০১৭১৩২৫	০৩২৫৫১৯	০৫৯২৭৭৪	০৭৬৩২৩৫	০৯১৫৮৩১
০২০০৪৩৭	০৩৩৩২৪১	০৬৩৫১৫৭	০৭৮১০৩৯	০৯৩৫৫৩৪
০২০৩৬৯০	০৩৯৬৮৩৮	০৬৪৫২১১	০৮১৪৭৭৭	০৯৫৪৫৪৭

ড্র'তে সর্বমোট ৪৪ (চুয়াল্লিশ)টি সিরিজ অর্থাৎ "কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন এবংখপ"সিরিজের ৪৬(ছেচল্লিশ)টি নম্বর ড্র করা হয়। এই নম্বরগুলি সিরিজের প্রাইজবন্ডের জন্য "কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ, খড, খঢ, খথ, খদ, খন এবংখপ" সিরিজের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বছরভিত্তিক মুনাফা হারের ক্রমবিকাশ
২০১০ খ্রিঃ হতে ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত

স্কিমের নাম	সময়	২৩/০৫/২০১৫ হতে চলমান	০১/০৩/২০১২ হতে ২২/০৫/২০১৫	০১/০৭/২০১১ হতে ২৮/০২/২০১২	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১১
৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৩৫%	৯.২০%	৮.০০%	৭.৫০%
	২য় বছরান্তে	৯.৮০%	৯.৯৫%	৮.৭৫%	৮.২৫%
	৩য় বছরান্তে	১০.২৫%	১০.৭০%	৯.৫০%	৯.০০%
	৪র্থ বছরান্তে	১০.৭৫%	১১.৪৫%	১০.২৫%	৯.৭৫%
	৫ম বছরান্তে	১১.২৮%	১২.২০+০.৯৯ =১৩.১৯%	১১.০০+০.৫৫ =১১.৫৫%	১০.৫০%
৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	১০.০০%	৯.৮০%	৮.৪০%	৮.০০%
	২য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৮০%	৯.৪০%	৯.০০%
	৩য় বছরান্তে	১১.০৪%	১১.৮০+০.৭৯ =১২.৫৯%	১০.৪০+০.৩৮ =১০.৭৮%	১০.০০%
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৭০%	৯.২০%	৮.০০%	৮.০০%
	২য় বছরান্তে	১০.১৫%	৯.৯৫%	৮.৭৫%	৮.৭৫%
	৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%	১০.৭০%	৯.৫০%	৯.৫০%
	৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%	১১.৪৫%	১০.২৫%	১০.২৫%
	৫ম বছরান্তে	১১.৭৬%	১২.২০+০.৯৯ =১৩.১৯%	১১.০০+০.৮১ =১১.৮১%	১১.০০%
পরিবার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৫০%	৯.২০%	৮.০০%	৮.০০%
	২য় বছরান্তে	১০.০০%	৯.৯৫%	৮.৭৫%	৮.৭৫%
	৩য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৭০%	৯.৫০%	৯.৫০%
	৪র্থ বছরান্তে	১১.০০%	১১.৪৫%	১০.২৫%	১০.২৫%
	৫ম বছরান্তে	১১.৫২%	১২.২০+১.২৫ =১৩.৪৫%	১১.০০+১.০৭ =১২.০৭%	১১.০৪%
বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড	৩-মাস	৬.৫০%	৬.৫০%	৬.৫০%	৬.৫০%
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৫-বছর	১২.০০%	১১.২০+০.৮০ =১২.০০%	১১.০০+০.৮০ =১১.৮০%	১০.৫০%
ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০%	৬.৫০%	৬.৫০%	৬.৫০%
	২য় বছরান্তে	৭.০০%	৭.০০%	৭.০০%	৭.০০%
	৩য় বছরান্তে	৭.৫০%	৭.৫০%	৭.৫০%	৭.৫০%
ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০%	৫.৫০%	৫.৫০%	৫.৫০%
	২য় বছরান্তে	৬.০০%	৬.০০%	৬.০০%	৬.০০%
	৩য় বছরান্তে	৬.৫০%	৬.৫০%	৬.৫০%	৬.৫০%
ডাকঘর ব্যাংক- সাধারণ হিসাব	-	৭.৫০%	৭.৫০%	৭.৫০%	৭.৫০%
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক- মেয়াদী হিসাব	১ম বছরান্তে	১০.২০%	১০.৪০%	৮.০০%	৮.০০%
	২য় বছরান্তে	১০.৭০%	১১.৪০%	৯.০০%	৯.০০%
	৩য় বছরান্তে	১১.২৮%	১৩.২৪%	১০.০০%	১০.০০%
ডাক জীবন বীমা ও অ্যানুইটি	আজীবন বীমা	৪.২০%	৪.২০%	৪.২০%	৪.২০%
	মেয়াদী বীমা	৩.৩০%	৩.৩০%	৩.৩০%	৩.৩০%

স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধার ক্রমবিকাশ

নং	স্কিমের নাম	শুরুর তারিখ	বন্ধ ছিল	পুনরায় চালু
০১	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১০/০৮/২০০৫	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১১খ্রিঃ	০১/০৭/২০১১খ্রিঃ
০২	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক -মেয়াদী হিসাব	০৫/০৮/১৯৮৮	০১/০৭/২০১০ হতে ২৯/০২/২০১২খ্রিঃ	০১/০৩/২০১২ খ্রিঃ
০৩	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	২৪/০১/১৯৮৮	০১/০৭/২০১০ হতে ১৪/১২/২০১০ খ্রিঃ	১৫/১২/২০১০খ্রিঃ
০৪	ইউ.এস.ডলারপ্রিমিয়াম বন্ড	১৬/১০/২০০২	০১/০৭/২০১০ হতে ১৪/১২/২০১০	১৫/১২/২০১০খ্রিঃ
০৫	ইউ.এস.ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১৬/১০/২০০২	০১/০৭/২০১০ হতে ১৪/১২/২০১০	১৫/১২/২০১০খ্রিঃ

স্বয়ংক্রিয় পনুঃবিনিয়োগ সুবিধা

- স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনঃবিনিয়োগের তারিখে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হবে;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা বলবৎ থাকলেই কেবল স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়;
- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস.ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউ.এস.ডলার প্রিমিয়াম বন্ড-এ একাধিক মেয়াদে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা পাওয়া যাবে;
- অর্জিত মুনাফার উপর স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে উৎসে আয়কর কর্তন করে অবশিষ্ট নীট মুনাফা স্বয়ংক্রিয় পুনবিনিয়োগ সুবিধার আওতায় আসবে।

পরিবার সঞ্চয়পত্র
জীবনে আনে স্বাচ্ছন্দ

[সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের একটি সফল কাহিনী]

নদী ভাঙ্গনে অতল গহ্বরে ডুবে গেছে ভিটে বাড়ী। মনোবল ভাঙ্গেনি। সাহসের সাথে জীবন যুদ্ধে টিকে থাকা এক যুবক। নদীর ওপারে অন্য একটি গ্রাম। গ্রামের নাম খাড়াকান্দি, উপজেলা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর। জীবন সংগ্রাম করে টিকে আছে যে যুবক নাম তাঁর জয়নাল। মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। আপন বলতে দু'টি বোন। জয়নাল ভাই বোনদের মধ্যে তৃতীয়।

ছোট বোন ৩টি কন্যা সন্তানসহ বিধবা হয়ে যায় ২০০১ সালে। এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় জয়নালের ভগ্নিপতি প্রাণ হারান। জয়নাল ছোট বোনটির পাশে দাঁড়ায়। বোনের অবলম্বন বলতে একমাত্র ভাই। রাস্তার ধারে খালি জমিতে ঘর তুলে ছোট বোনকে নিয়ে বসবাস করে জয়নাল। জয়নাল একসময় দোকানদারী করত। তাই সে মনোহরি দ্রব্য বিক্রির লক্ষ্যে রাস্তার ধারে ছোট্ট পরিসরে দোকান ভাড়া নেয়। দোকানটিতে বেঁচা-কেনা ক্রমেই ভালো হতে থাকে। জয়নাল তাঁর বোনের তিনটি কন্যা সন্তানকে পিতৃস্নেহে বড় করছে। এছাড়াও পরিবারটিকে অনেকেই সহযোগিতা করে আসছে। এভাবেই কেটে গেল জীবনের অনেকটি সময়।

বোন এক সময় ভাইকে বিয়ে করান। বছর ঘুরতেই জয়নালের সংসারে আসে পুত্র সন্তান। জয়নাল তাঁর স্ত্রী শিল্পীসহ বোনকে নিয়ে একই পরিবারে মিলে মিশে থাকেন। স্বামীর যা দৈনিক আয় হয় তা থেকেই একটু একটু করে টাকা জমা করতেন শিল্পী। অপরদিকে জয়নালের স্বপ্ন একখন্ড মাথাগোজার ঠাঁই। এজন্য সেও জমা করছে কিছু কিছু অর্থ। তাদের সংসারের বড় ছেলেটি এখন এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। একটি কন্য সন্তানের আশায় তারা এখন ৪টি পুত্র সন্তানের পিতা-মাতা। ছেলেদের লেখাপড়ার বিষয়ে শিল্পী খুবই সচেতন। শিল্পী লেখাপড়ার এ সচেতনার উজ্জল দৃষ্টান্ত খুজে পান তার ননদের কাছ থেকে। সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী হারালেও থেমে নেই ননদ আছিয়া খাতুনের জীবন চলার গতি। আছিয়া খাতুনের বড় মেয়েটি বি.এ পাস করেছে, মেঝো মেয়েটি স্নাতক শ্রেণীতে সমাজ কল্যাণ নিয়ে পড়াশুনা করছে ও ছোট মেয়েটি উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

জয়নালের স্ত্রী শিল্পী ও বোন আছিয়া দু'জনেই সংসারটাকে পরিকল্পিতভাবে গুছিয়ে নিয়েছেন। আছিয়া ২০১০ সালে জানতে পারেন সঞ্চয় অফিসে টাকা রাখলে মাসে মাসে লাভ পাওয়া যায়। তাই আছিয়া তার জমানো অর্থ থেকে একলক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন এবং টাকার প্রয়োজন হলে মুনাফার টাকা উত্তোলন করে। এভাবে ৫ বছর পূর্ণ হলে সে তাঁর সঞ্চিত অর্থ পুনরায় বিনিয়োগ করেন। আর জয়নাল তাঁর নিজের জমানো অর্থে ক্রয় করে ২ শতাংশ জমি।

আছিয়া খাতুন তার ভাইয়ের স্ত্রী শিল্পীকেও পরিবার সঞ্চয়পত্রের লাভের কথা বলেন। ভাইয়ের স্ত্রী ছোট ছোট সমিতিতে টাকা জমা করতেন। ননদের পরামর্শে তিনি সমিতি থেকে সব টাকা তুলে এনে পরিবার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। পরিবার সঞ্চয়পত্রের ফরম পূরণ করার সময় স্বামীকে নমিনী মনোনয়ন করেন এবং তার স্বামী জয়নালের স্বাক্ষর নেন। স্ত্রীর এমন উদ্যোগ দেখে স্বামী অনেক খুশি হন। জয়নাল তার স্ত্রীর কাছে জানতে পারে যে, সংসারের খরচের জন্য দেয়া অর্থ থেকে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতেন তার স্ত্রী। এছাড়াও স্ত্রী বাবার বাড়িতে গেলে মা তার মেয়েকে হাত খরচের জন্য কিছু টাকা দিতেন। সে টাকাও খরচ না করে সঞ্চয় করতেন তার স্ত্রী। এভাবেই তাঁরা সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলে।

শিল্পী এবং আছিয়া এ সমাজের জন্য একটি আদর্শ সঞ্চয়ী পরিবার। নারী হয়ে অন্য আর একটি নারীকে প্রতিপক্ষ ভাবেনি কেউ। দু'টি পরিবার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে একসাথে মিলে মিশে সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সংশোধিত মোট লক্ষ্যমাত্রা ৬৭,০০০ কোটি টাকা বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৭৫১৩৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত নীট লক্ষ্যমাত্রা ৪৫০০০ কোটি টাকা যার বিপরীতে অর্জিত নীট লক্ষ্যমাত্রা হলো ৫২৪১৭ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

ই-সেভিংস সফ্টওয়ার উদ্ভাবনঃ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যুরো সমূহে সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও নগদায়নের কাজটি চিরাচরিত পদ্ধতিতে করা হতো। এ পদ্ধতিতে সঞ্চয়পত্র লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহককে মুনাফা বা মূল পরিশোধ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হতো। এতে করে উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না। গ্রাহক সেবা উন্নততর করাসহ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা ও মূল পরিশোধের ক্ষেত্রে কিভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নিজস্ব উদ্ভাবনী **ই-সেভিংস সফ্টওয়ার** ব্যবহার শুরু করা হয়। ই-সেভিংস সফ্টওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা অধিক সংখ্যক গ্রহাকের উত্তম সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।

আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহারসহ সমগ্র কার্যালয়কে সিসিটিবি ক্যামেরার আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। একইসাথে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকেও সিসিটিবি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের সকল অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ সংশ্লিষ্ট সামগ্রী প্রদান করে দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ডিসটেন্স মনিটরিং ঃ

মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে কাজের ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা, শিষ্টাচার, শুদ্ধাচার অনুশীলনসহ যথাযথ গ্রাহকসেবা নিশ্চিত হচ্ছে কি-না সেটি প্রধান কার্যালয় থেকে ফোন/মোবাইল এপস্ এর মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং (Distance Monitoring) করা হয়েছে এবং এ ধারা চলমান আছে।

পদোন্নতি / নব-নিয়োগ ঃ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ১ জন উপ-পরিচালককে পরিচালক পদে, ১০ জন সহকারী পরিচালক কে উপ-পরিচালক পদে, ৫ জন সঞ্চয় অফিসারকে সহকারী পরিচালক পদে, ৬ জন উচ্চমান সহকারীকে সঞ্চয় অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১ জন পরিচালক (উপ-সচিব), ১৭ জন সহকারী পরিচালক এ অধিদপ্তরে যোগদান করেছেন।

নতুন অফিস স্থাপন ঃ

চারটি বিভাগীয় কার্যালয় যথাক্রমে-বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ-এ নতুন অফিস স্থাপন করে উক্ত অফিসসমূহে উপ-পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ঃ

মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মোট ৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য বাতায়ন কার্যক্রম হালনাগাদ করণ ঃ

‘সরকারি কর্মচারীগণ জনগণের সেবক’ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** দেয়া ভাষণ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও বাঁধাই করে প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তথ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য সেবা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন কার্যক্রম হিসেবে একটি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। জনগণের জন্য আইসিটি ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সকল প্রকার নীতিমালা/ বিধিমালা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ঃ

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে ৮টি বাংলাদেশ ব্যাংক ও এর আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিদ্যমান সঞ্চয় স্কিমের বিধি-বিধানের উপর ২,৩০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রচার কার্যক্রম ঃ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রত্যেক জেলায় **‘উঠান বৈঠক, গণশুনানি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে’** উদ্বুদ্ধকরণ প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিট নিস্পত্তি ঃ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ২১০ অডিট আপত্তি অমিমাংসিত অবস্থায় ছিল। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অমিমাংসিত ২১০টি অডিট আপত্তির মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ১০৫টি আপত্তি নিস্পত্তির বাধ্যবাধকতা ছিল। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ১৬৪টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে। অর্থাৎ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার ১১০% অর্জিত হয়েছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম ঃ

- প্রধান কার্যালয়সহ অধিনস্থ সকল অফিসে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ মেইল চালু করা হয়েছে;
- জাতীয় সঞ্চয় বুরোর লেনদেন কার্যক্রমে ই-সেভিংস সফ্টওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামের তৃনমূল পর্যায়ের জনগণ বিশেষতঃ মহিলাদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ হচ্ছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- অভিযোগ নিস্পত্তিকারী ও আপিল কর্মকর্তার সেল ফোন নম্বর জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং গণশুনানী গ্রহণ করা হচ্ছে;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের জন্য facebook.com/nsdbangladesh নামে একটি ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে:

মর্নিং টি-মিটিং (Morning Tea Meetting)ঃ

Morning Tea-নামে প্রতিদিন সকাল ৯.০০ ঘটিকায় মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সভা করা হয়, যেখানে প্রতিদিনের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করা হয় এবং পূর্ববর্তী দিনের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া ত্রৈমাসিক ভিত্তিক সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে সভা করা হয়।

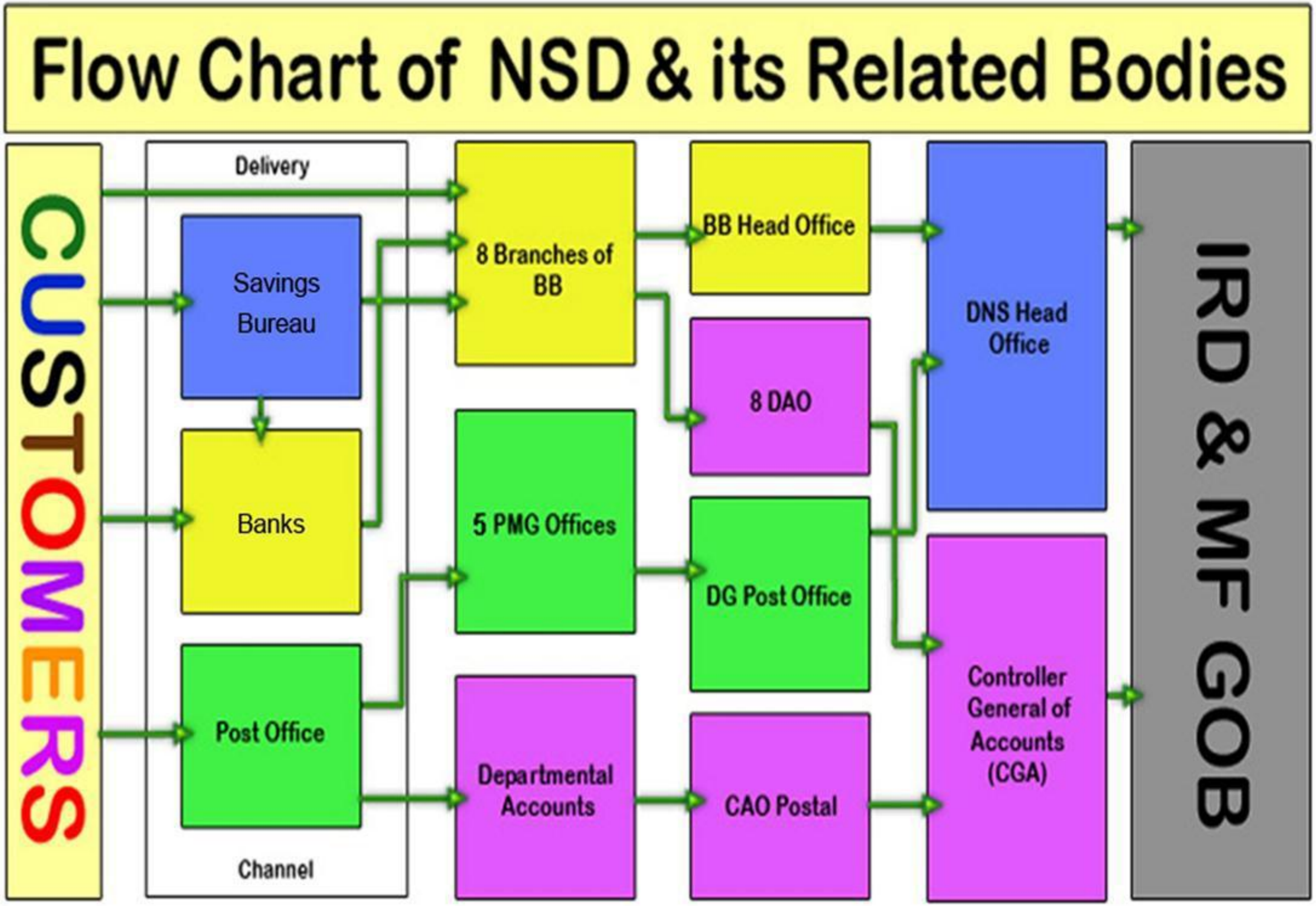
Flow Chart of NSD & its Related Bodies
CUSTOMERS
Delivery
Savings Bureau
Banks
Post Office
Channel
8 Branches of BB
5 PMG Offices
Departmental Accounts
BB Head Office
8 DAO
DG Post Office
CAO Postal
DNS Head Office
Controller General of Accounts (CGA)
IRD & MF GOB

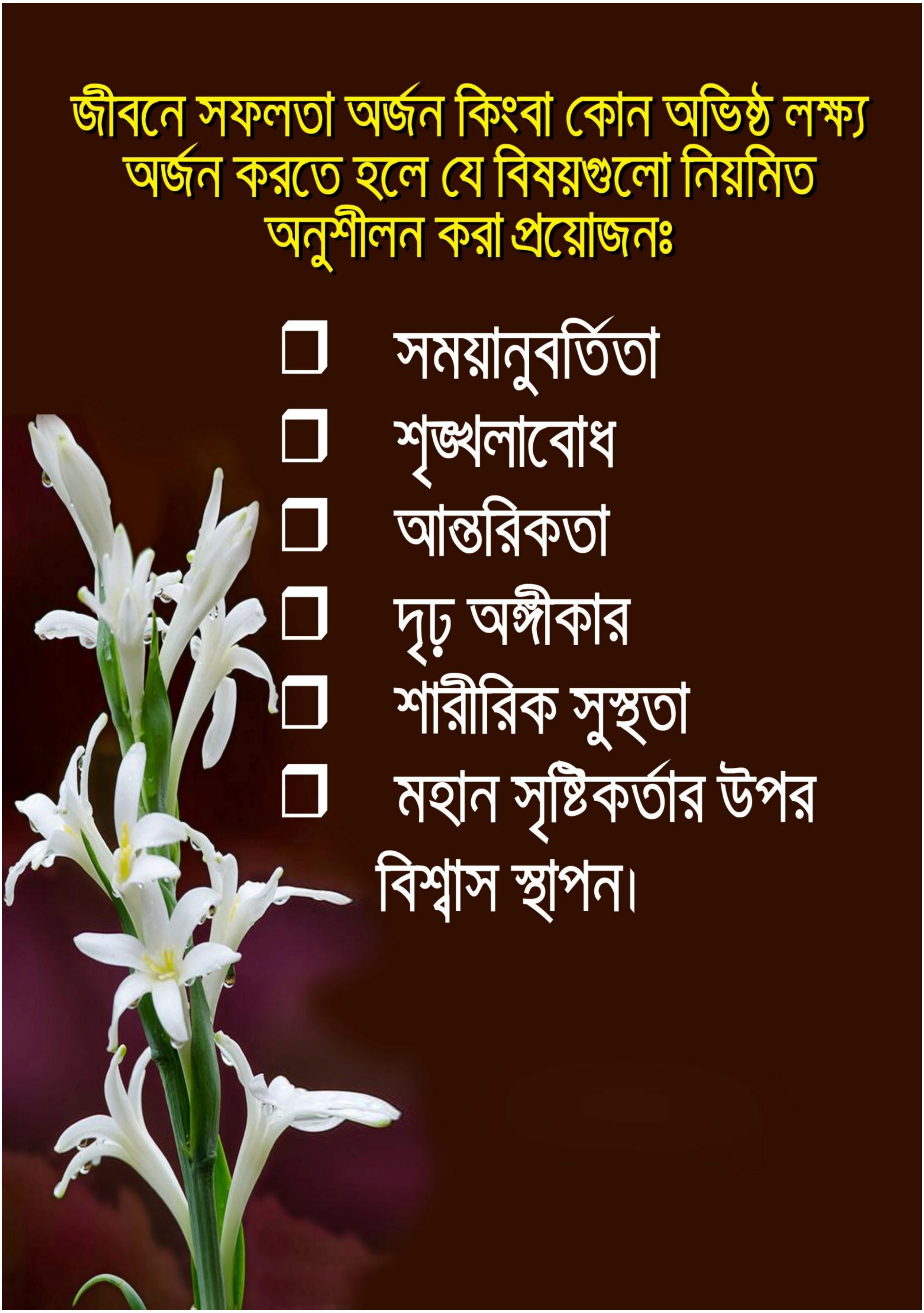
জীবনে সফলতা অর্জন কিংবা কোন অভিষ্ঠ লক্ষ্য
অর্জন করতে হলে যে বিষয়গুলো নিয়মিত
অনুশীলন করা প্রয়োজনঃ
সময়ানুবর্তিতা
শৃঙ্খলাবোধ
আন্তরিকতা
দৃঢ় অঙ্গীকার
শারীরিক সুস্থতা
মহান সৃষ্টিকর্তার উপর
বিশ্বাস স্থাপন।